Contents

তাবলীগী ইজতেমা '১৭

স্মরণিকা

সম্পাদনায়ঃ

অধ্যাপক ইসরাজুল ইসলাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ!!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌

প্রিয় অভিভাবক,

সুশিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৯১ (ইং) সাল থেকে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী তার যাত্রা শুরু করে। পরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দেশে প্রচলিত মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ও সুসমন্বিত কুরআন ও সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। যার ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়ে চলেছে, এতে একজন শিক্ষার্থী শিশু শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। শুধু ভাল রেজাল্টই নয় শিক্ষার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ তৈরী করাই আমাদের লক্ষ্য।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র বৈশিষ্ট্যঃ

১। বাংলা, ইংরেজী, আরবী ভাষা ছাড়াও উর্দু ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। Spoken Arabic & Spoken English শিক্ষার জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

২। আবাসিক ছাত্রদেরকে শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয় ফলে প্রাইভেট শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

৩। স্বল্প খরচে খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিনামুল্যে / অর্ধমুল্যে খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৪। ইয়াতীম ছাত্রদের জন্য বিনামুল্যে শিক্ষার সকল সুযোগ রয়েছে।

৫। নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

৬। নিয়মিত খেলাধূলা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রয়েছে।

৭। শিক্ষার পরিবেশ অত্যন্ত আন্তরিক ও মমত্বপূর্ণ।

৮। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমন্বয়ে আমাদের সন্তানদের আদর্শ মানুষরূপে তৈরী করাই আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা।

অত্র মাদ্রাসায় প্রতি ইংরেজী সনের জানুয়ারী মাসে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

আর ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

আর-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড), পোঃ সপুরা
রাজশাহী, ফোন ঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৮

বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয।

তাবলীগী ইজতেমা - ১৯৯৭ (ইং)

স্মরণিকা

সম্পাদনাঃ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

আনন্দ সংবাদ !!

শির্ক-বিদ্'আত মুক্ত ইসলামী জাগরণী ক্যাসেট বেরিয়েছে!

নতুন চার নং ক্যাসেটসহ সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

পরিবেশনায়ঃ আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী

যোগাযোগ করুনঃ

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় অফিস
নওদাপাড়া, রাজশাহীসহ সকল জেলা শাখা'র অফিসে।
ফোনঃ ৭৬০৫২৫, ৭৬১৩৭৮

www.ahlehadeethbd.org

তাবলীগী ইজতেমা '৯৭

স্মরণিকা

সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

প্রকাশনায় ঃ আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

جمعية تحريك اهل الحديث بنغلاديش

AHLEHADEES MOVEMENT BANGLADESH

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ দারুল ইমারত আহ্‌লেহাদীছ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী- ১৯৯৭ (ইং)

হাদিয়া ঃ আট টাকা মাত্র (নিউজ)
দশ টাকা মাত্র (সাদা)

TABLIGI IZTEMA'97
SHARANIKA

Edited by: Muhammad Sirajul Islam

Published by: Ahlehadees Movement Bangladesh

Head Office: Nawdapara,
P.O. Sopura, Rajshahi.
Telephone: 760525

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র ঃ

পৃষ্ঠা

১। সম্পাদকীয়..... ৩
২। সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন..... ৪

প্রবন্ধ

৩। ধুমপান ও মাদকতা নিবারণে ইসলাম..... ৯
৪। আধুনিক যুগ ও যুব সমাজ..... ১৩
৫। ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা..... ২০
৬। তালাক (নাটিকা)..... ২৩
৭। নব-দিগন্ত (গল্প)..... ২৯

কবিতা

১। উদ্বোধনী জাগরণী..... ৩৩
২। ফুল..... ৩৩
৩। তোমাদের পরিচয়..... ৩৩
৪। কালিমা তাইয়েবার কবিতা..... ৩৪
৫। প্রদর্শক..... ৩৪
৬। মোহাবিষ্ট মানব সমাজ..... ৩৪
৭। আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন..... ৩৫
৮। শ্রেষ্ঠ হাকিম..... ৩৫
৯। জাগরণ..... ৩৫
১০। বিংশ শতাব্দীর মুসলমান..... ৩৬
১১। সংগ্রামী মুসলিম..... ৩৬
১২। স্মরণিকা..... ৩৬

www.ahlehadeethbd.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রভূ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। যাঁর অপার মহিমায় বর্ষ পরিক্রমায় আবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাবলীগী ইজতেমা '৯৭। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (ছাঃ) হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। অত:পর আহলেহাদীছ আন্দোলনের সিপাহসালার এবং অকুতোভয় বীর সৈনিক সকলের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ।

বিশ্ব জগত চলমান। গতিই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আজকের দিনটি আগামী কাল অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। সাথে সাথে উদিত হবে পূর্ব দিগন্তে সোনালী সূর্য, ভেসে উঠবে নতুনত্বের আগমনী ধ্বনি। আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধ্বনি কিসের? এটা যদি সত্য ও সুন্দরের ধ্বনি হয়, তবেই সেটা হবে আমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে সেটা হবে রীতিমত দু:খজনক।

জাতির জন্য কল্যাণের মহা সনদ হ'ল আল্লাহর 'দ্বীন'। আমরা ইহা আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তবে সেটা হোক নিখুঁত ও নির্ভেজাল এটাই আমাদের একান্ত কামনা। আর এটা স্বীকৃত যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-ই সেই নির্ভেজাল দ্বীনের একমাত্র উৎস। কিন্তু দুঃখজনক হলে ও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ এ উৎস থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করছে। নিজেদের দল ও মতের সাথে মিল রেখে আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামকে বুঝতে ও মানতে চাইছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা মতবাদের । আর সে জন্যই আজ মুসলিম সমাজ শতধা বিভক্ত।

এর অবসান কোন পথে? হ্যাঁ, সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নি:শর্ত ভাবে সেই উৎসমূলের দিকে প্রত্যাবর্তনই কেবল এসবের অবসান ঘটাতে পারে। আর জাতিকে এই সত্যের পথে আহ্বান জানাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার সকল অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এরই অংশ বিশেষ হ'ল অত্র তাবলীগী ইজতেমা। এ উপলক্ষে স্মরণিকা '৯৭ প্রকাশিত হ'ল। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

যাঁরা সময়মত লেখা পাঠিয়ে ও সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে এ স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সবার প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন । আমীন!

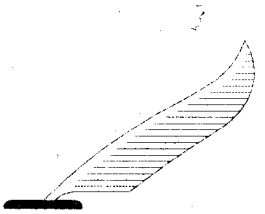

www.ahlehadeethbd.org

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

(মার্চ '৯৫ হতে ফেব্রুয়ারী '৯৭)

আব্দুস সামাদ সালাফী

'আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিগত দিনের ন্যায় দৃঢ় শপথ নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে। আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় বাধা থাকাটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও এ আন্দোলনের কর্মীগণ সবকিছু বুকে ধারণ করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের একমাত্র পাথেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই আমাদের একমাত্র প্রেরণা। অত্র সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে আমাদের কিছু খেদমতের কথা উল্লেখ করা হল।

আমাদের খেদমতের কথা উল্লেখের পূর্বে একান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি যে, সম্প্রতি 'আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর জেলার সভাপতি মওলানা আব্দুল জলীল, নাটোর জেলা কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মুহাম্মদ দীদার মোল্যা এবং পাবনা জেলার প্রচার সম্পাদক মওলানা আব্দুল ওয়ারেছ সালাফী ইন্তেকাল করেছেন। শেষোক্ত জন গত বছর ১৯৯৬ ইং ৮ই মার্চ জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা '৯৬ শেষে রাজশাহী থেকে পাবনা প্রত্যাবর্তনের পথে এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।) আমরা আরও স্মরণ করছি যে, আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শুভাকাংখী পিরোজপুর জেলার মাওলানা আসাদুল্লাহিল গালিব, দিনাজপুর জেলায় আলহাজ তমীযুদ্দীন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মওলানা আব্দুল লতীফ, মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী ও মাস্টার হাবীবুল্লাহ্, গাইবান্ধা জেলার মাওলানা আব্দুর রহমান, কুমিল্লা জেলার সৈয়দ মওলানা হামীদুল হক রহমানী, ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, সাতক্ষীরা জেলার মওলানা মতিউর রহমান সালাফী, মাওলানা কফীল উদ্দীন, যশোর জেলার মাওলানা শামসুদ্দীন এবং মুহাম্মদ আনোয়ার আলী ইন্তেকাল করেছেন। আমরা তাঁদের এবং আহলেহাদীছ জামা'আতের আরো যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারবর্গও গুণগ্রাহীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম পারিতোষিকে পরিতুষ্ট করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ বিগত ১৯৯৪ ইং সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার লক্ষ্যে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে এবং মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যেই ২৮ টি জেলায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি এবং ২ টি জেলায় আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্

বর্তমান সেশনের মজলিসে আমেলা ও শূরা সদস্যগণের নাম:

(১) ড: মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা), আমীর
(২) শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী (রাজশাহী), সিনিয়র নায়েবে আমীর
(৩) অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা), নায়েবে আমীর
(৪) অধ্যাপক রেযাউল করীম (গাইবান্ধা), সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুব বিষয়ক সম্পাদক
(৫) মাওলানা হাফীযুর রহমান (জয়পুরহাট), অর্থ ও দফতর সম্পাদক
(৬) মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), প্রচার সম্পাদক
(৭) অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), প্রশিক্ষণ সম্পাদক
(৮) মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর), সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক

উক্ত আট জন সহ বাকী শূরা সদস্যদের নামঃ-

(৯) এস, এ, এম, হাবীবুর রহমান, ঢাকা
(১০) এস, এম, মাহমূদ আলম, ঢাকা

www.ahlehadeethbd.org

(১১) মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, পাবনা
(১২) মাওলানা নূরুল ইসলাম, মেহেরপুর
(১৩) মাওলানা মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, কুমিল্লা
(১৪) আলহাজ্জ মুহাম্মদ শামসুযযহা, বগুড়া
(১৫) আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, সাতক্ষীরা
(১৬) এস, এম, ইসরাফীল হোসায়েন, খুলনা
(১৭) মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী, রংপুর

বৈঠকাদিঃ বিগত সেশনে(১৯৯৫-'৯৭) মজলিসে আমেলার বৈঠক হয়েছে সর্বমোট ২০ টি এবং মজলিসে শূরার বৈঠক হয়েছে ৯ টি। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ হয়েছে ২ টি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ হয়েছে ৭ টি।

প্রশিক্ষণঃ কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে ঐ জেলা সমূহের একটি সুবিধাজনক স্থানে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সদস্যগণ ও অন্যান্য ওলামায়েকেরাম উক্ত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সমূহে প্রশিক্ষণ হিসেবে যোগাদান করেন। প্রথম দিন বাদ মাগরিব হতে পরের দিন জুম'আ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ১৬ ও ১৭ ই মে '৯৬ ইং ঢাকার উত্তরায়। বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা জেলা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

২য় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ৬ ও ৭ই জুন '৯৬ইং মেহেরপুরের বামুন্দী বাজার মসজিদে। মেহেরপুর, কুষ্টিয়া (পঃ) ও ঝিনাইদহ জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ এ প্রশিক্ষণে যোগদান করেন।

৩য় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ১৩ ও ১৪ই জুন '৯৬ইং কুষ্টিয়া (পূঃ) জেলার নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে। কুষ্টিয়া (পূঃ), ও রাজবাড়ী জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ এতে যোগদান করে।

৪র্থ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ২৩ ও ২১ শে জুন '৯৬ইং রাজশাহীর নওদাপাড়া আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে বৃহত্তর রাজাশাহী ও পাবনা জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ এখানে যোগদান করেন।

৫ম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ১১ ও ১২ই জুলাই '৯৬ইং বগুড়া শহরস্থ নবনির্মিত নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে। বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্দা (পূঃও পঃ), সিরাজগঞ্জ ও দিনাজপুর (পূঃ) জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অত্র প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ও ১৯শে জুলাই '৯৬ইং রংপুরের খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে। রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও দিনাজপুর (পঃ) জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ এখানে যোগদান করেন।

৭ম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ৮ ও ৯ই আগষ্ট '৯৬ সাতক্ষীরার বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও যশোর জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ এখানে সমবেত হন।

এ ছাড়াও জামালপুরের ভারোয়াখালীতে জামালপুর, টাংগাইল ও মোমেনশাহী জেলার সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যা জনিত কারণে উক্ত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

বর্তমান শেসনের জেলা সভাপতি ও জেলা আহবায়কগনের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম, ঢাকা
(২) মাওলানা মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, কুমিল্লা
(৩) মুহাম্মদ ইসরাফীল হোসায়েন, খুলনা-বাগের হাট
(৪) আলহাজ্জ মাস্টার আব্দুর রহমান, সাতক্ষীরা
(৫) মাস্টার আইয়ুব হোসেন, যশোর
(৬) মাস্টার ইয়াকুব হোসেন, ঝিনাইদহ
(৭) মাওলানা নূরুল ইসলাম, মেহেরপুর

www.ahlehadeethbd.org

(৮) মুহাম্মদ গোলাম যিল কিবরিয়া, কুষ্টিয়া (পঃ)
(৯) আলহাজ্জ্ব মুসতাকীম হোসেন, কুষ্টিয়া (পূঃ)
(১০) মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ, রাজবাড়ী
(১১) অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, পিরোজপুর
(১২) মাওলানা নূরুল ইসলাম, জামালপুর
(১৩) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, টাংগাইল
(১৪) মুহাম্মদ খসরু পারভেয, পাবনা
(১৫) মাস্টার ইদ্রিস আলী, সিরাজগঞ্জ
(১৬) আলহাজ্জ্ব মুহাম্মদ শামসুয্যোহা, বগুড়া
(১৭) মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা (পঃ)
(১৮) অধ্যাপক রেযাউল করীম, গাইবান্ধা (পূঃ)
(১৯) মাওলানা হাফীযুর রহমান, জয়পুরহাট
(২০) মাওলানা আবুল কাসেম সালাফী, দিনাজপুর (পূঃ)
(২১) আলহাজ্জ্ব আব্দুস সবুর চৌধুরী, দিনাজপুর (পঃ)
(২২) মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, রংপুর
(২৩) মুহাম্মদ খায়রুল আযাদ, নীলফামারী
(২৪) মাওলানা মনছূরুর রহমান, লালমনিরহাট
(২৫) মাওলানা বাবর আলী, নাটোর
(২৬) মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ, রাজশাহী
(২৭) মাওলানা আব্দুল হান্নান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
(২৮) মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নওগাঁ
(২৯) মাওলানা আব্দুল হান্নান, গোপালগঞ্জ
(৩০) মাওলানা জহুরুল আলম, ঠাকুরগাঁ।

পাঠাগারঃ আন্দোলনের পরিধি বৃদ্ধিতে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কেন্দ্র এবং জেলা পর্যায়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা তাই অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ পেলে চলতি সেশনে এ দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো, ইন্শা আল্লাহ্।

আয়-ব্যয়ঃ তাবলীগী ইজতেমা '৯৬-এ মোট আয় হয়েছে ৪,৯৯,৪৫৬.০০ (চারলক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা), ঘাটতি আছে ২৭,৬৮০.০০ (সাতাশ হাজার ছয়শত আশি টাকা)।

উল্লেখ্য যে, দু'টি আয়-ব্যয়ই অডিট কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।

জেলা সম্মেলনঃ সাংগঠনিক পরিকল্পনায় প্রত্যেকটি জেলাতে জেলা সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ভিতর রংপুর, দিনাজপুর, মেহেরপুর, বগুড়া, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, কুমিল্লা, খুলনা-বাগেরহাট জেলায় সাফল্যজনক ভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাকী গুলি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সম্ভব হয়নি।

সফরঃ সংগঠনের বিভিন্ন দিকের কাজ সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কেন্দ্র হতে জেলা সমূহে সফর করা হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এ সফরগুলি সম্পন্ন করেন। সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, টাংগাইল, জামালপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, নওগাঁ, দিনাজপুর (পূঃ), দিনাজপুর (পঃ), নাটোর, কুষ্টিয়া (পঃ), পাবনা, গাইবান্ধা (পঃ) জেলায় তাঁদের সফর সাফল্য জনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এ সফর সাংগঠনিক মযবুতি অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

www.ahlehadeethbd.org

যুবসংঘ ও মহিলা সংস্থাঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ মহিলা সংস্থা যুব ও মহিলা অংগণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ দাঈ ও ইমামদের মাধ্যমেও আন্দোলনের এ মহান দায়িত্ব পালিত হচ্ছে।

তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজ কল্যাণ সংস্থা হিসেবে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) দেশ ব্যাপী সমাজ কল্যাণমুলক কাজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আড়াই শতাধিক মসজিদ, ৬টি ইসলামিক সেন্টার, ইয়াতীম খানা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অসংখ্য নলকুপ প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

আল-হেরাঃ বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সাহিত্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' হাঁটি হাঁটি পা পা করে ইতিমধ্যেই তার ৪র্থ ক্যাসেট ও জাগরণী বই প্রকাশ করেছে ও অনেক তরুণ শিল্পী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

আত্-তাহরীকঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষ হতে আত্-তাহরীক নামে একটি গবেষণা ধর্মী মাসিক পত্রিকা অচিরেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা আন্দোলন ও জনগণের বহুদিনের আকাংখা পুরণে সক্ষম হবে, ইন্শা আল্লাহ্।

বিভিন্ন বিভাগ সমূহঃ আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ সমূহে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার পরামর্শক্রমে পৃথক পৃথক বিভাগীয় পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ করেছেন। বিভাগগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) মসজিদ সংস্কার বিভাগ (২) সমাজ কল্যাণ বিভাগ
(৩) শিক্ষা বিভাগ (৪) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
(৫) ওলামা বিভাগ (৬) ছাত্র ও যুব বিভাগ
(৭) আইন সহয়তা বিভাগ (৮) মহিলা বিভাগ।

সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভাগীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছেন।

গবেষণা ও প্রকাশনাঃ

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমাদের সংগঠনের গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের অধীনে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ডক্টর মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব -এর উদ্যোগে ১৯৯২ ইং সালের ১৫ ই নভেম্বর তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেইট সংলগ্ন বাজারে সোয়া তিন কাঠা জমি ক্রয় করা হয় এবং ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজনে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পাঁচ তলা ইমারত নির্মাণ সম্পন্ন হয়। অতঃপর ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে কৃত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডক্টরেট থিসিসটি প্রকাশ করে সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়।

এরপরে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আর ও ৭টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে ও কয়েকটি প্রকাশের পথে। এতদ্ব্যতীত ছালাতুর রাসূল-সহ মোট ১০টি ক্যাসেট এযাবত অত্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

.হাদীছ ফাউন্ডেশন ভবনের নীচতলায় একটি বই বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বই কেন্দ্রে একজন অনারারী সচিব-এর তত্ত্বাবধানে অত্র ইসলামী কেন্দ্রে তিনজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এই কেন্দ্রের মাসিক ব্যয় ১৫,০০০/= হাজার টাকার উর্ধে। হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগ গত বছরে মীলাদ প্রসঙ্গ ১০,০০০ কপি, মাসায়েলে কুরবানী ১০,০০০ কপি, উদাত্ত আহবান ১০,০০০ কপি, জামা'আতী যিন্দেগী ২০,০০০ এবং থিসিস ৫,০০০ হাজার কপি, ছালাতের স্থায়ী ক্যালেণ্ডার ৫,০০০ কপি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও আন্দোলনের অন্যান্য প্রচার পত্র ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে। গতবছর ও এবছর পর পর দুই রামাযানে ঢাকার বায়তুল মুকাররাম মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী বইমেলায় আহলেহাদীছ ও সমমনা লেখকদের বই দিয়ে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' তার স্টল দিয়ে ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু করে। অনুরূপে পাবনাতেও বই

www.ahlehadeethbd.org

মেলায় ষ্টল দেওয়া হয়। বর্তমানে বগুড়া, যশোর, সাতক্ষীরা, ঢাকা, গাজীপুর ও দিনাজপুরে হাদীছ ফাউন্ডেশনের শাখা বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এতদ্ব্যতীত আন্দোলনভুক্ত মসজিদ সমূহে হাদীছ ফাউন্ডেশন পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ইজতেমাঃ

১৯৯৬ সানের ৭ ও ৮ই মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহীতে অন্যান্য বছরের ন্যায় তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সভাপতিত্বে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইজতেমা শুরু ও শেষ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শেষের দিন জুম'আর নামাযের পূর্বেই সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। ইজতেমায় দেশী ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও বিদেশী আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় আমীর ছাহেবের উদ্বোধনী ভাষণের পরে ইজতেমায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ভাষণ দান করেন গাইবান্ধার মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কুমিল্লার মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরার মাওলানা আব্দুস সামাদ, ঢাকার মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম, চাঁপাই নবাবগঞ্জের মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, খুলনার মাওলানা মুহাম্মদ জাহাংগীর আলম ও সিরাজগঞ্জের অধ্যাপক আলমগীর হোসেন প্রমুখ। বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করেন শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত) ও সামির আল-হিমছী (সিরিয়া)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিত লক্ষ জনতা কর্তৃক সমর্থিত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করা হয়।

প্রস্তাবনা সমূহ নিম্নরূপঃ

১-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মসলিসে শূরা এই মর্মে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক সামাজিক অশান্তির জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয় দায়ী। (ক) ধর্মহীন বস্তুবাদীশিক্ষা ব্যবস্থা (খ) সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এবং (গ) দল ও প্রার্থী ভিত্তিক প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা। এই অবস্থা নিরসনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত দাবী ও প্রস্তাবনা সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার ও জনগণের নিকট পেশ করছি।

(ক) সর্বত্র দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা এবং তার জন্য জনগণকে স্বাধীনভাবে প্রার্থী শূন্য ব্যালট-এর মাধ্যমে তাদের পছন্দমত যোগ্য ব্যক্তিকে জাতীয় সংসদ-এর প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সুযোগ প্রদান করা। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া ও প্রত্যাহার করার প্রচলিত প্রথা, ভোট প্রার্থীকে ভোটের জন্য প্রচারণা চালানো, দলীয় এবং অন্যান্য চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি অনৈসলামী পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা করা। সাথে সাথে নির্বাচক ও নির্বাচিতদের জন্য নির্দিষ্ট গুনাবলী নির্ধারণ করা যাতে কোন দোষযুক্ত ব্যক্তি নিজে ভোটার হতে না পারে বা জাতীয় পর্যায়ে কোনরূপ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ না পায়।

(খ) জনগন বা সংসদ নয় বরং আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল বিষয় চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে গ্রহণ করা।

(গ) বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা।

(ঘ) ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করা।

উপসংহারঃ

সর্বশেষে আমরা একান্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে মহান আল্লাহর অনুগ্রহকে সম্বল করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের এগিয়ে চলার সংকল্প ব্যক্ত করতে চাই। আপনাদের সকলের দোয়া ও সহানুভূতি নিয়ে আমরা আমাদের যাত্রাপথে এগিয়ে যেতে চাই। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশের সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার উঠেছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন জনমনে উদ্দীপিত এই উৎসাহ ও উদ্যমকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে আহলেহাদীছ আন্দোলন আরো গতিশীল হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের এই প্রতিবেদনের শেষ প্রান্তে আন্দোলনপাগল সাথী ভাইদের নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর পথে এগিয়ে চলার তাওফীক এনায়েত করুন। **আমীন!!**

www.ahlehadeethbd.org

ধূমপান ও মাদকতা নিরারণে ইসলাম

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, কুমিল্লা

ইসলাম সর্ববিধ কল্যাণবহ মানব-ধর্ম। মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, সহজসাধ্য ও গ্রহণযোগ্য ইসলামে তাই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আর যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, দুঃসাধ্য ও বর্জনীয় তা নিবারণে ইসলাম বদ্ধপরিকর। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

"দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই।" [২২ঃ৭৮]

এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে গেলে ধূমপান ও মাদকতার মত সর্বনাশা অনাচার ও সর্বগ্রাসী কুসংস্কার নিবারণে ইসলামের প্রামাণ্য ও যুক্তি নির্ভর বক্তব্য থাকা একান্ত অপরিহার্য্য। আমরা নাতিদীর্ঘ এ নিবন্ধে বিষয়টি সবিস্তারে না হলেও অন্ততঃ মোটামুটি বোধগম্যভাবে পেশ করতে চাচ্ছি।

ধূমপান ও মাদকতা নিবারণে ইসলামের কতিপয় সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ করা যেতে পারে। যে বস্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, প্রতিবেশীর জন্য কষ্টদায়ক এবং সম্পদ বিনষ্টকারী এমন সব কিছুকেই ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম মুসলিম জনতার সুস্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। তাই ইসলামে সর্ববিধ পবিত্র দ্রব্য হালাল আর সর্ববিধ অপ্রবিত্র ও ক্ষতিকারক দ্রব্য হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

" আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন" [৭ঃ১৫৭]

ধুমপানের উপকরণগুলো সর্বতোভাবেই অপবিত্র, ক্ষতিকারক ও দূর্গন্ধযুক্ত। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপান হালাল হতে পারে না; বরং ধূমপান হারাম বলেই সুসাব্যস্ত বলা যেতে পারে। অনুরূপ মাদকদ্রব্যের অপবিত্রতাও সর্বস্বীকৃত। ধূমপানোপকরণে এবং মাদকদ্রব্যে পবিত্রতার লেশমাত্র নাই। সুতরাং ধূমপান ও মাদকতা নিবারণে ইসলামের বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলা যায়।

মহান আল্লাহ মাদকদ্রব্য হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরাআনের একাধিক আয়াতে মাদকদ্রব্যের অবৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

" ওগো মু'মিন সমাজ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্যবস্তু শয়তানী কার্য্য। কাজেই তোমরা তা বর্জন করে চলবে- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৫ঃ৯০]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

" লোকেরা আপনাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আপনি বলুন, এতদোভয়ের মধ্যে মহাপাপ

www.ahlehadeethbd.org

এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু এ দু'টোর উপকারের চাইতে পাপের মাত্রা অধিক।"[২ঃ২১৯]
মদ ও জুয়ার মধ্যে মদ্যপায়ী এবং জুয়াবাজদের জন্য কিছু কিঞ্চিৎ উপকার থাক্ লেও তাতে বড় রকমের পাপ এবং সমূহ ক্ষতির উল্লেখ করে মহাগ্রন্থ আল্- কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় তা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ধূমপানোপকরণে ধূমপায়ী কিংবা অন্য কারো জন্য বিন্দুমাত্র কোন উপকার নাই; বরং তাতে সর্বাধিক ক্ষতিই বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) র সুবর্ন যুগে ধূমপানোপকরণের প্রচলন না থাক্লেও এবং ধূমপান ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত না হলেও ইসলামের সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, প্রতিবেশীর জন্য কষ্টদায়ক এবং সম্পদ বিনষ্টকারী হিসাবে ধূমপান নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা-দ্বন্দের কোনই কারণ থাক্তে পারে না।
ধূমপানকে বিষপানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ ধূমপানের অভ্যাস ধূমপায়ীকে ক্যান্সার, যক্ষা, হৃদরোগ, গ্যাষ্টিক, আলসার প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক ও প্রাননাশক ব্যাধিকর দিকে ঠেলে দেয়। বস্তুতঃ ধূমপান তিলে তিলে আত্মহননের শামিল। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

" তোমরা আত্মহত্যা করবে না" [৪ঃ২৯]
তিনি আরো বলেছেনঃ
" তোমরা নিজেদের হাতকে ধবংসের দিকে ঠেলে দিও না" [২ঃ১৯৫]
বস্তুতঃ সার্বিক ক্ষতিকারক, অতীব ধ্বংসাত্মক এবং নিশ্চিত প্রাণনাশক হিসাবে ধূমপান কঠিনভাবে নিষিদ্ধ এবং নীতিগতভাবে বর্জনীয়।
ধূমপানে অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হয়ে থাকে এটা সন্দেহাতীত। ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে অনেক দরিদ্র লোক তাদের পরিবার- পরিজনকে খাদ্য, পানীয় এবং বস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে থাকে। ধূমপায়ী এক শ্রেণীর যুবক পিতামাতার অগোচরে ঘরের সম্পদ চুরি করে নিয়ে ধূমপানের অর্থ যোগান দিতে অভ্যস্ত। ধূমপায়ী মহল কত অর্থ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করছে তার হিসাব করা একরূপ সাধ্যাতীত। আসলে অপব্যয় ও অপচয় করা শয়তানের কাজ। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

" আর তুমি অপচয় করবে না, নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই"[১৭ঃ২৬-২৭]
অপব্যয় এবং অপচয়ের লক্ষ্যেও ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া অপরিহার্য্য। ধুমপায়ী যদি তার প্রতিদিন ধূমপানে ব্যয়িত অর্থ জমা করে রাখ্ত তাহলে সে অর্থ সে বহু সৎকাজ সম্পাদনে ব্যয় করতে পারত।
ধূমপানকে জাহান্নাম বাসীদের খাদ্য এবং পানীয় বস্তুর সাথে তুলনা করা যায়। জাহান্নামবাসীদের খাদ্য + এবং পানীয় + যেমন তাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণে সহায়ক হবে না, শরীরের পুষ্টিও সাধন করবে না: তেমনি ধূমপায়ীদের ধূমপানোপকরণে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ ও দৈহিক পুষ্টির কোনই সম্ভাবনা নাই। যে ধুমপান জাহান্নামবাসীদের খাদ্য ও পানীয় বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন মুসলিম ব্যক্তি জেনে শুনে সে ধূমপান করতে পারে না।
চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বক্তব্যানুসারে ধূমপানের স্বাস্থ্যগত মারাত্মক অপকারিতা প্রতিপন্ন হয়েছে। অভিজ্ঞ

www.ahlehadeethbd.org

প্রবন্ধ

নাটিকা

গল্প

কবিতা

www.ahlehadeethbd.org

সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর।

চিকিৎসাবিজ্ঞানী মহলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মুতাবিক ধূমপানে গলা ও ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, যক্ষা, গ্যাস্টিক, আলসার প্রভৃতি জীবন বিধ্বংসী মারত্মক রোগ-ব্যাধির প্রসূতি। ক্যান্সারে আক্রান্ত শতকরা নব্বই ভাগ রোগীই ধূমপায়ী। সিগারেটের নল, হুঁকোর কল্-কে এবং তাতে যে কালো আস্তরণ ও আল্কাতরা ধরণের ময়লা সৃষ্টি হয় সে দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, ধূমপানে ধূমপয়ীদের কি মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এবং তার বক্ষে কি পরিমাণ দুষিত ময়লার আস্তরণ জমে থাকতে পারে। অভিজ্ঞ বহু চিকিৎসককে দেখা যায়, তাঁরা ধূমপায়ী রোগীদের ধূমপান বর্জনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এমনকি ধূমপান বর্জণ না করলে ধূমপায়ী রোগীর চিকিৎসায় তাঁদের অনেকেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে থাকেন।

ধূমপানের মাধ্যমে ধূমপায়ী তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি প্রতিবেশী বিশেষতঃ ফিরিশতা ও মুসল্লীদের কষ্ট দেয়। বসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ+

" যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[সহীহ বুখারী]

ধূমপানের সামাজিক অপকারিতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ধূমপান প্রতিবেশীর জন্য একান্ত কষ্টদায়ক। যেখানে ফিরিশ্তাকুল ও মুসল্লীমহলের যাতনার লক্ষ্যে কাঁচা পিয়াজ-রসূন খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে এর চেয়েও অধিক অস্বস্তিকর ধূমপানি যে আরো অধিক কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধূমপানের ধোঁয়ায় বায়ূ দুষিত হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে কিংবা যানবাহনে ধূমপান করলে তার দুর্গন্ধে সেখানে অবস্থিত সকলের অসহনীয় কষ্ট হয়। যক্ষা, সর্দি প্রভৃতিতে আক্রান্ত ধূমপায়ীর কাশি দেখা দিলে তাতে রোগ জীবানু অন্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। একান্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়- সামাজিক চেতনা বোধের মাথা খেয়ে কোন কোন ধূমপায়ী মসজিদে প্রবেশ করলে তার মুখের দুর্গন্ধে নামাযরত মুসল্লীগণ এবং ফিরিশ্তামন্ডলী অসহনীয় কষ্ট ভোগ করেন।

ধূমপানের অপকারের ফিরিস্তি বহু বিস্তৃত। ধূমপানের ফলে প্রায়ই কাপড়-চোপড়, বানিজ্য বিতান, জ্বালানী কেন্দ্র, মুদ্রনালয় ইত্যাদি ভষ্মীভূত হয়ে থাকে। অগ্নিনির্বাপক দমকল বাহিনীর এক সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাড়ী-ঘর, শস্যখামার, যানবাহন প্রভৃতিতে সংঘটিত অগ্নিকান্ডের শতকরা সত্তর ভাগের মূলেই হচ্ছে এই অীভশপ্ত সিগারেটের সামান্য বহ্নিশিখা। ধূমপানের ফলে সৃষ্ট মারত্মক রোগ ব্যাধির চিকিৎসায় ও মোট অংকের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে বল্তে গেলে ধূমমাপন বহুবিধ অনর্থের মূল বলা যায়।

ধূমপানের বিরুদ্ধে সরা বিশ্বে ব্যাপক প্রচারাভিযান চল্ছে। অপরপক্ষে ধূমপানোপকরণ উৎপাদন এবং বিভিন্ন আকর্ষনীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ধূমপানে উৎসাহ প্রদান ও অব্যাহত রয়েছে। অনুরূপ দ্বিমুখী ধারা অব্যাহিত থাকলে ধূমপান বিরোধী অভিযান সফল হওয়া দুঃসাধ্য। আমাদের দেশের সর্ব শ্রেণীর লোক ধূমপানে অভ্যস্ত। এমনকি মুসল্লীদেরও একটা বড় অংশ ধূমপায়ী। এহেন পরিস্থিতিতে ধূমপানের স্বাস্থ্যগত, আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক অপকারিতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির মাধ্যমে সাধারন্যে বোধোদয় না হলে ধূমপান নিরারণের যাবতীয় পচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বাধ্য।

www.ahlehadeethbd.org

পবিত্র কুরআনে বিঘোষিত নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজে মাদকদ্রব্য ঘৃনিত এবং উপেক্ষিত হলেও মাদকদব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। মাদকতা নিরারণে ইসলামের সংগ্রাম অধব্যাহত থাকলেও ইসলামের সন্তারনরা অনেকেই মাদক দ্রব্য বর্জন করতে দন্তরমত নারায। বহুল প্রচলিত এবং ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত সাদ জর্দাও যে মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত একথা না বল্লেও চলে। ইমাম আহমদ রহঃ রসূলুল্লাহ সঃ র বাচনিক বর্ণনা করেছেনঃ

" যে বস্তুর অধিক পরিমাণ নেশার সৃষ্টিকরে তার অল্প পরিমানও হারাম।"

সাদা-জর্দা দিয়ে পান খাওয়ায় আসক্ত বন্ধদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই-তামাকের একটি পাতা কিংবা তামাকের উপকরনে তৈরী ছটাক খানেক জর্দা এক সঙ্গে গলাধ্করণ করে কোন ব্যক্তি কি নেশা বিমুক্ত হয়ে বহাল তবিয়তে ঠিক থাকতে পারবেন? যদি না পারে তা হলে সাদা-জর্দা যে নেশার উদ্রেক করে তাই সুসাব্যস্ত হয়। সুতরাং অল্প পরিমাণ সাদাজর্দা পানের সাথে খাওয়া উল্লেখিত হাদীসের আলোকে হারাম বলে ফতোয়া দিলে তাতে বাধার কোন কারণ থাকতে গেলে তামাক জাতীয় সব কিছুই হারাম বলে সাব্যস্ত হয়, তাতে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নাই।

ধূমপান ও মাদকদ্রব্য হারাম হওয়া সম্পর্কে এতসব দলীল প্রমান উপস্থাপন করা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক ধূমপান এবং সাদা-জর্দার ব্যবহার হারাম বলে মেনে নিতে একান্তই নারায। তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বল্ব, এগুলো সুস্পষ্ট হারামের অর্ন্তভূক্ত না হলেও সুস্পষ্ট হালাল বলেও তো গন্য করা যায় না। সুতরাং এগুলো নিশ্চয়ই সন্দেহমুক্ত নয়। কাজেই সাব্যস্ত হচ্ছে- ধূমপান এবং সাদা জর্দার ব্যবহার সন্দেহযুক্ত। আর সন্দেহযুক্ত বস্তুরাজি বর্জন করতে রসূলুল্লাহ সঃ সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে আমরা ধূমপায়ীদের জিজ্ঞেস করতে চাই- ধূমপান যদি হারামই না হবে তা হলে মসজিদ এবং অন্যান্য পবিত্রস্থানে হালাল পানীয় পান করতে তো কোন বাধা নাই। বরং দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শোচাগার ও সকল হারাম কাজের আড্ডাগুলোতেই ধূমপান করা হয় বেশীর ভাগ।

উপসংহারে আমরা বলতে চাই, ধূমপান ও মাদকতা নিবারণে ইসলামের সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে ধূমপান ও মাদকাদ্রব্য বর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে ধূমপান ও মাদকাদ্রব্যের মত ধ্বংসাত্মক, ঘৃন্য ও ক্ষতিকর বস্তরাজি পরিহার করার তওফীক দান করুন। আমীন!

'ইসলামে ধুমপান নিষিদ্ধ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ধুম পানে বিষ পান।'

www.ahlehadeethbd.org

"আধুনিক যুগ ও যুব সমাজ"

মাওলানা মুহাম্মাদ বাবর আলী,নাটোর

প্রিয় যুবক ভাইয়েরা-

আমি সর্ব প্রথম আধুনিক যুগ ও যুব সমাজ প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে অন্তরে পুলক অনুভব করছি। আমি মহান প্রভুর দরবারে দোয়া করি তিনি যেন আপনাদের মধ্যে অধিক আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দেন, আর ও শক্তির সঞ্চার করেন, তাঁর সাহায্য এবং রহমতের পরিমাণ বৃদ্ধি করেদেন। আমি আরো দোয়া করি যেন আপনাদের প্রচেষ্টায় এদশের নতুন বংশাধররা আল্লাহদ্রোহীতা এবং অনৈইতিকতার পথ পরিহার করে সঠিক পথের সন্ধান পায়, আর আল্লাহর আদেশ নিষেধের আনুগত্য ও তাকওয়ার পথে চলতে শুরু করে। আমি এও দোয়া করি যেন সেই সংশোধিত সৎব্যক্তিদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধনিক যুগ কাকে বলে?

এব্যাপারে সর্ব প্রথম আমাদের বুঝতে হবে যে আধুনিক যুগ বলতে কি বুঝায়

মানব জাতি সর্বদা নিজেদের পূর্বেকার যুগকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার যুগ ভোবেছে। সে যুগে কোন সৌন্দর্য ছিলনা। লোকেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। আজকে আমরা আধুনিক যুগে বাস করছি, আমাদের মন প্রশস্ত। শিক্ষা দীক্ষায় আমরা উন্নত। আমাদের নিকট যে সব সামগ্রী রয়েছে যা অতীত যুগের লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। প্রতিটি যুগে মানুষ এই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী (শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও শিল্পের ক্রমন্নোতি ব্যতীত) হযরত আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ যা ছিল তাই আছে। তার চিন্তার রাজ্যের পরিধি তাই থাকলো, তার বুদ্ধি বৃত্তির পরিসর পূর্বস্থানেই অবস্থান করলো, তার জৈবিক চাহিদা তাই আছে, তার শারীরিক গঠনে কোন পরিবর্তন নেই, তার মধ্যে কখনও কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা মানুষের গঠন প্রকৃতি সেটাই ঠিক রয়েছে যা প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) এর ছিল। শুধু এতটুকুই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যা আজ থেকে চার হাজার বছর পূর্বে " লুত জাতি" যে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আজকে চার হাজার বছর পর আমেরিকার মত সর্বাধিক প্রগতিশীল দেশে যারা বিশ্বে নিজেদেরকে সবাধিক উন্নত জাতি হিসেবে দাবী করে" লুত জাতির" বংশধর কয়েক কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এই যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান তা মানুষের মধ্যে কি পার্থক্য নির্ণয় করেছে। এমনি ভাবে একদিন ফেরাউন নিজের মন্ত্রীকে বলেছিল যে,

হে হামান, আমার জন্য একটা সুউচ্চ ইমারত তৈরী কর, যেন তার উপরে আরোহণ করে দেখতে পারি, মুসার খোদা কোথায়? কে? এবং কি রকম?

তখন থেকে সাড়ে তিন হাজার পর রাশিয়ার স্পুটিনিক ভূমি থেকে মাত্র দেড়শ/ দু'শ মাইল উপরে উঠলো, অমনি ক্রুশ্চেভ, বলে উঠলেন, " আমরা উর্ধোলোক ঘুরে এলাম, কিন্তু কোথা ও আল্লাহ কে খুঁজে পেলাম না।"

www.ahlehadeethbd.org

বুঝা গেল, এই যে সাড়ে তিন হাজার বছরের ব্যবধান,তা মানুষের মগজে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। পার্থক্য যদি হয়েই থাকে তা হলে ধরা যেতে পারে যে, ফেরাউন একটা উঁচু ইমারতে আরোহণ করে আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজেছে, আর আজ ফেরাউনের বংশধররা মুটনিক তৈরী করে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করছে। এটা শুধু টেকনোলজির উন্নতি চিন্তার দিক থেকে কোন উন্নতি নয়।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি যুগের লোকেরা নিজেদের যুগকে উন্নতি,`সর্বশেষ পর্যায় মনে করেছে। অথচ মাত্র কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই প্রতিটি নতুন দিবস " চলে যাওয়া" দিনটিকে অতীতকালের মহা সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছে। আগতদিনের লোকেরা পুণরায় অতীতের লোকদের মত বিভ্রান্তিতেলিপ্ত হয়ে অতীত কালকে অন্ধকার যুগ ভেবেছে।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে ও তৎকালীন বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, লৌহ নির্মিত কোন যানবাহন বা এমন কোন বস্তু যা বাতাসের চেয়ে অধিকতর ওজন, তা শূন্যে উড়তে পারেনা। এ বক্তব্যের বিপরীত কোন মতামত তাদের দৃষ্টিতে অসম্ভব ছিল, অথচ বিশ্ববাসীকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, বিংশ শতকের প্রথমদিকেই লৌহ নির্মিত যান আকাশে উড়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যারা মাত্র ১০/১৫ বছর পূর্বে নিজেদের যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন মাত্র ১০/১৫ বছরের ব্যবধানে একেবারে অজ্ঞতার পরিচয়ে ভূষিত হলেন, এটাই হলো আধূনিকতার তাৎপর্য। প্রত্যেক যুগের লোকদের এই মনোবৃত্তির কথাই ইতিহাস বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষের স্বভাবজাত ধারণা যে, বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ, অতীতের যুগ বাসীযুগ।

যুবসমাজঃ

যুবসমাজ কাকে বলে? যুব সমাজ বলতে কি বুঝায়, যুব সমাজ ব্যতিরেকে না ন্যায় বাস্তবরূপ লাভ করে, না অন্যায় বাস্তবায়িত হয়। উদ্দীপনাময় রক্তেরই নামান্তর হচ্ছে যৌবন। নতুনত্বকে লুফে নেয়ার নাম যুব সমাজ।

যৌবন কে অস্ত্রের নামে তুলনা করা যায়, মুজাহিদদের কাজেও লাগে, ডাকাতের কাজেওলাগে। সৃষ্টি জগতের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যুব সমাজ সবধরণের অন্যায় কাজের নেতৃত্ব দিয়েছে। পক্ষান্তরে সমস্ত গঠনমূলক কাজের নেতৃত্ব যুব সমাজই সরবরাহ করেছে। ভালমন্দ যাই হোক, গ্রহণ করার ব্যাপারে বয়স্কদের চেয়ে যুবকরাই বেশীদ্রুত। এ বৈশিষ্ট প্রত্যেক যুগেই একই সরল রেখায় অবস্থান করেছে। আজকের বিশ্বে যে সমস্ত অনৈতিকতা বিস্তার লাভ করছে, সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমানে যুব সমাজ তা গ্রহণ করছে, যুব সমাজই এগুলোর অধিকতর প্রসার ঘটাচ্ছে। অনৈতিক কাজের নতুন নতুন পদ্ধতি তারই উদ্ভাবন করছে। অতএব যৌবন কোন ভাল কাজের নামও নয়, আবার কোন মন্দ কাজের প্রতিচ্ছবি ও নয়। সে যদি ভালকাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এবং কাজটা করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, জীবন দিয়ে হলেও তা করার চেষ্টা করবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) একজন যুবক ছিলেন।

মিশর সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)এর সময়ে সেখানকার সভ্যতা আজকের আমেরিকা ও ইউরোপের সভ্যতার চেয়ে পৃথক ছিলনা। কিন্তু শুধুমাত্র একজন যুবক হযরত

www.ahlehadeethbd.org

ইউসুফ (আঃ) তৎকালীন সমস্ত বিভ্রান্তি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত আল্লাহদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থার তখতে তাউসে এক ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনী দিলেন, নিজের আহবান সেই রাজরানীকে পর্যন্ত গ্রহণ করিয়েছেন, যে উপভোগ করার জন্য নিজেকে বস্ত্রের আবরণ থেকে উন্মুক্ত করে ইউসুফের (আঃ) সম্মুখে পেশ করেছিলেন। তিনি জেলখানার অন্ধকুঠরী গুলোতে পর্যন্ত মিশরের মিথ্যা প্রভুদের অমারতা এবং মহান আল্লাহর একত্ববাদের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন শুধু মাত্র ব্যক্তি চরিত্রের উন্নত বৈশিষ্ট, জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার তীক্ষ্ণ শক্তিতে কোন বাহিনী ছাড়াই তিনি সম্পূর্ণ দেশটাকে জয় করে নিলেন। তিনি শুধুমাত্র প্রচার করলেন যে জমির খাজনা গুলো জমা দিতে হবে। অমনি জমির মালিকরা কোন উচ্চ বাচ্য ছাড়াই সমস্ত খাজনা এনে জমা দিল। আর বললো " আপনিই এ গুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারবেনা।"

"যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) ও যুবক সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)

রাসুলুল্লাহ (দঃ) এ যুগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, যখন হযরত (সঃ) ইসলামের আহবান নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন, বিভিন্নকারণে প্রথমদিকে মক্কার বড় বড় বয়স্ক সর্দাররা অনেকটা আশাহত হয়ে পড়লো। হক বাতিলের সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে উভয় পক্ষেই যারা যুদ্ধ করেছে, প্রকৃত পক্ষে এদের অধিকাংশই হচ্ছে যুবক।

একদিকে কাফের যুবকরা নিজেদেরকে মরুব্বিদের নির্দেশে হুজুর (সঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) কে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে বাস্তবে কারা শুইয়ে রেখেছিলে? মক্কার যুবকরাইতো ছিল যারা মরুব্বিদের আঙ্গুলি হেলনে এই ভ্রান্ত পথ বেছে নিয়েছিল। অপর পক্ষে সত্যের বইকও সেই মক্কার যুবকরাই ছিল, যারা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পেশ করা মহাসত্যকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে এবং প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। হযরতের প্রথম জীবনের সঙ্গী সাথীদের সূচীপত্র উল্টিয়ে দেখুন,মাত্র কয়েকজন সাহাবী ছিলেন যাদের বয়স হযরতের চেয়ে বেশী ছিল। তার প্রায় সকল সাথীই বয়সে তার ছোট। হযরতের সাথীদের অধিকাংশের বয়সছিল ১০ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। আর এরাই ছিলেন নির্দিধায় নমরুদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঝাপ দেওয়ার মত সাহসী। এ সকল সাহাবীগণ স্পষ্ট দেখছিলেন সম্মুখে অত্যাচারের স্টীম রোলার, তাদের জানা ছিল যে, তখন ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে বনের হিংস্র পশুদেরকে ঘরে দাওয়াত দেয়া এবং নিজেদেরকে তাদের সামনে হাজির করা। এত কিছুর পরও তাঁরা দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন " লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

তাঁরা ভালভাবে জানতেন ঘোষণার পরিনতি কি হতে পারে এবং সর্বপ্রকার অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করেছেন।

মক্কায় কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় ভবিষ্যতের সমস্ত চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে দেশ মাতৃভূমি, ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন সব কিছু পরিত্যাগ করে হিযরত করলেন, সত্যের জন্য এধরণের ত্যাগ তিথিক্ষার পরাকাষ্ঠা যারা দেখিয়েছেন, তারাও যুবক ছিলেন।

এসব যুবক যুবতীরা যে সমস্ত পরিবারের সদস্য, যাদের অভিভাবক ছিলনা। এসব যুবক যুবতীরা সে সমস্ত পরিবারের সদস্য, যাদের অভিভাবকরা ছিল ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু। এই যুবসমাজের ত্যাগের বিনিময়ে

www.ahlehadeethbd.org

শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো। হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর সাথী হয়ে এই যুব সমাজ এমন এক বিপ্লব সাধন করেছে, যা শতশত বছর ধরে টিকে থাকবে।

প্রিয় যুব সমাজ!

আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতাগুলো একবার উল্টিয়ে দেখুন।

ইসলামের প্রথম অঙ্গে জিহাদ। বদর প্রান্তরে তুমুল সংগ্রাম চলছে। সত্যের সেবক মোসলেমবীরবৃন্দ এক একবার আল্লাহর নামে জয়ধ্বনি করছেন এবং এক এক জন যেন শত সৈনিকের শক্তি নিয়ে শত্রুদলনে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বলছেন-

আমি অন্যান্য মোজাহেদগনের মাঝে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি। এমন সময় দেখি, দুটি তরুন বয়স্ক সমর ক্ষেত্রের এদিক ও দিক যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অল্পক্ষন পর তাঁদের একজন আমর নিকট এসে বলল, ভ্রাত! আবু জেহেল লোকটা কে? সে কোথায় আছে? তাকে কি একবার দেখিয়ে দিতে পারেন? বিছুক্ষণপর অন্য যুবকটি এসে ও ঐ রূপে আবুজহেলের সন্ধান নিতে লাগল। আমি তখন বিশেষ উৎসক্য সহকারে জিজ্ঞেস করলাম- তোমরা আবুজেহেল কে খুজতেছ কেন?

যুবকদ্বয় উত্তর করল- আমরা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি - আবু জেহেলের সাক্ষাৎপেলেই তাকে আমরা হত্যা করব। তাই আজ সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ব্যতিব্যস্থ হয়ে পড়েছি।

আব্দুর রহমান বলছেন, এই তরুন যুবকদ্বয়ের মুখে তাদের সংকল্পের কথা শ্রবণ করে আমি যারপর নেই আনন্দিত হলাম আর আবু জেহেল কে দেখিয়ে দিলাম।

আবু জেহেল তখন কোরেশ সৈন্যদলের কেন্দ্র স্থলে ব্যহ বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করছিল। সতর্কতার একটিুকুও ক্রটি নেই। এমন সময় মাআজ ও মোআউজ নামক দু ভাই উলঙ্গ তরবারী হস্তে আবু জেহেলের ব্যহের দিকে বাধিত হয়ে নিমিষের মদ্যে তারা ব্যহের উপর আপতিত হল। আতর্কিত আক্রমনের ফলে কোরেশ সৈন্যগন যেন একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল আর ব্যাপার কি তার সঠিক সংবাদ নিতে নিতেই ভ্রাতৃদ্বয় একেবারে আবু জেহেলের মাথার উপর উপস্থিত। এই সময়ে আবু জেহেলের পুত্র একরামা মাআজের বাম বাহুতে তরবারীর আঘাত করে তার গতিরোধ করতে যায়। কিন্তু মাআজ সেদিক ভ্রক্ষেপ করলেন নাঃ আর একরামার আক্রমনের প্রতিশোধ নেওয়া জন্য ব্যস্ত হলেননা। তার একমাত্র লক্ষ্য সংকল্প সিদ্ধি তাই আঘাতে র্জজরিত হয়েও ইসলামের এই তরুন মুজাহিদ একমাত্র আবুজেলকে লক্ষ্য করে বেগে ধাবিত হলেন। একরামার তরবারীর আঘাতে মাআজের বামবহুটির অধিকাংশ ফেটেগিয়ে ঝুলতে থাকে। মাআজ দেখলেন তারি বাহু তার সাধান পথের প্রধান বিঘ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। তখন আর বিলম্ব সইলো না। মাআজ দোদুল্যমান বাহুটি পদতলে চেপে ধরে এমন জোরে ঝটকা টান দিলেন যে বাহুটি তার দেহতে বিছিন্ন হয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে সবল বাহুর প্রবল আঘাতে আবুজেহেলের রক্ত রঞ্জিতদেহ ধুলায় গড়াগড়ি খেতে লাগলো। বাহ্যিক হিসাবে এই ভ্রাতৃদ্বয়েই বদর বিজয়ের প্রধান উপকরণ।'

স্মর করুন। হযরত ওসমান গনির রাঃ শাসন আমলের কথা।

আব্দুল্লা বিন সাদের নেতত্বে ৩০ হাজার এক সৈরে একবাহিনী প্রেরিত হলো আফ্রিকার খৃষ্টান রাজা জর্জির

www.ahlehadeethbd.org

সাথে মোকাবিলার করার জন্য। আফ্রিকার রাজা এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে ৬০ হাজার সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। কিন্তু মুসলমানদের প্রবল বিক্রমের সাথে টিকে থাকতে পারলো না। একাধারা দুই তিন দিন যুদ্ধ করার পর কোন ক্রমে যখন মুসলমানদের সাথে পেরে উঠা যাচ্ছে না, তখন জর্জিরের ধর্মীয় নেতার পরামর্শ অনুসারে দেশের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়াহল যে মুসলমান সেনাপতির মাথা কেটে আনতে পারবে সে রাজকন্য হেলেনের সাথে তার বিবাহ হবে। জর্জিরের কন্য হেলেন আফ্রিকার মধ্যে অদ্বিতীয়া সুন্দরি। গোটা দেশ হেলেনের রূপে মুগ্ধ। সেনাপতির মার্ফিউমের পুত্র সলয়ানুম হেলেনেরর রূপে পাগল হলে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত পর দিনে জর্জিরের এক লক্ষ সৈন্য নতুন সাজে ঝাপিয়ে পড়ল। মুসলমানদের উপর। আর যেন তাদের নতুন সাহস নতুন উদ্দিপনা দেখা গেল। আজযেন তারা মরতে আসেনি মারতে এসেছে পরে মুসলমানরা এর কারণ যানতে পারলো গুপ্তচর মারফতে। যে সুন্দরি হেলেনকে পাবারলোভে আজ ওদের এত বিক্রম। ইতি মধ্যে মুসলমান সৈন্যরা আল্লাহ আকবার ধনি দিয়ে উঠলো। সেনা পতি একজন গুপ্তচরকে ডেকে নিয়ে গেল রাজার দরবারে সে বলল মুসলমানদের নতুন লশকর এসেছে। প্রায় দশহাজার হবে তাই উল্লাসে তারা জাতিয় নারায় তাকবির ধ্বনি লাগিয়েছে। রাজা বলল ১০ হাজার ! শুনে জর্জিরের চেহারা ফেকাশে হয়ে উঠলো পিতাকে বিষন্য হয়ে দেখে হেলেন জিজ্ঞাসা করলেন আব্বাজান,"মুসলমানদের সৈন্য প্রথমে কি পরিমান ছিল? জর্জির বললেন ৩০ হাজার হেলেন বললেন তবে আবার কি ভাবছেন? এখন না হয় তারা চল্লিশ হাজার হলো আর আমাদের সৈন্য রয়েছে লক্ষের মত আপনি মোটেই চিন্তা করবেনা। খৃষ্টান সৈন্য তাহাদিগকে অনাআসে পরাজিত করবে আশাকরি"। জর্জির এক দির্ঘ নিশাষ টেনে বললেন আহা যদি তাই হতো এস্নেহের মা! তুমি এই মুসলমানদের কথা যাননা তারা অজেও আমি পূর্বে ও যানতান না। যে তারা ভিষনরকমের যোদ্ধা জাতি মৃত্যু কাকে বলে জানেই না তারা। আমি যদি পূর্বে জানতাম তবে কি আর মিশর আক্রমন করি? আমি নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছি আর যেন বারদের ঘরে আগুন লাগিয়েছি। নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছি। এখন পরিমাণ যে কি হবে মনিহই জানেন।"

ঐদের ঐ ঘোষণা শুনে মুসলমানরা ঘোষণা করেদিল যে জর্জিরের মাথা কেটে আনতে পারবে হেলেনকে বাদী বানিয়ে তাকে উপহার দেওয়া হবে। আর এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়া হবে। তারপর দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধলো। রাজা জর্জির আর রাজ কন্যা হেলেন সয়ং যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। হেলেন সৈন্যদের প্রেরনা দিচ্ছে। অগনিত সৈন্য পরিবেষ্টিত রাজা জর্জির ও সাহাজাদী হেলেন এই মুষ্টি মেয় মুজাহিদদের কীর্তি দেখছিলেন আর মাঝে মাঝে হাসছিলেন যে মুর্খরা একয়জন এভাবে বিপক্ষের গোলের ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। এক একটি করে চিমঠি কেটে গেলেও শরীরের চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু এতঘাত প্রতিঘাতের ভিতরে বেহায়ার মত বিলি বিলি করে তাদের আগে বাড়তে দেখে উভয় আশ্চার্যান্বিত হয়ে ভাবছিলেন এরা কি! তৎসঙ্গে কিছুটা শঙ্কাও জাগলো তাদের মনে। তারা যতই এগিয়ে আসলো জর্জির ততই যেন ব্যতিব্যস্ত ও অধির হয়ে পড়লেন চেহারা তার ফেকাশে হয়ে পড়লো। হটাৎ ইবনে জেবাইর খৃস্টান বাহিনীকে ছত্র ভঙ্গ করে বজ্র পাতের মত একাকি জর্জিরের রক্ষিবাহিনীর সম্মুখে যেয়ে পতিত হলেন এবং হাত ছেড়ে বললেন হে আফ্রিকার আত্মভবী রাজা, সাহস থাকেত বীরের মত সামনে এসে যুদ্ধে অব

www.ahlehadeethbd.org

তীর্ণ হও। জির্জর ও বাহাদুর ছিলেন তাছাড়াও ভৎসুন্যা সূচক আহবানে তার রক্ত গরম না হয়ে পারেনা। তলোয়ার উদ্দতকরে লাফিয়ে ইবনে জোবাইরের সামনে ভীষণ বেগে হামলা করে বসলো ইবনে জোবাইর দক্ষতার সাথে সে হামলা রুখে নিয়ে পালটা হামলা করলেন। বিশাল শক্তি দিয়ে ইবনে জোবাইরের উদ্যত রক্তাক্ত তলোয়ার দেখে জর্জিরের গা কাটা দিয়ে উঠলো তলোরথেকে তখান ফোটা ফোটা রক্ত ঝরছিল ভয়ে তখন আক্রমন করা বাদদিয়ে পিছন পানে ভাগতে চাইলেন কিন্তু মুসলমান সেনাপতির লৌহ কঠিন আঘাতে জর্জিরের দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়লো ভুলুন্ঠিত মস্তক কেটে নিল ততক্ষণ। পাশে ছিলেন হেলেন ইবনে যুবায়ের তলোয়ার উদ্যত করে যেমনি আঘাত হানতে যাচ্ছেন আরে এযে নারী দেখছি! বলেই তলোয়ার নামিয়েনিলেন আর উচ্চকণ্ঠে বললেন, ইবনে জোবাইর তালোয়ার কোন মেয়েরগায়ে উঠতে পারে না। হেলেন অপলোক আখি মেলে দেখলেন তাকে চারচোখা হয়ো উভয়ে কি যেন ভাবলেন হেলেন হয়তো ভাবছেন আজ আমি এরি প্রাপ্য। রক্তের হোলিখেলার মাঝে অন্তর রাজ্যে এ আবার নূতন কোন খেলা খেলে গেল কে যেন এদিকে খৃষ্টান সৈন্যরা সব প্রচন্ড আক্রমনে টিকতে না পেরে এক সঙ্গে সবাই মিলে দৌড় এদিকে খৃষ্টান সেনাপতি মাফিওসে পুত্র সালইয়ানুস(হেলেনের প্রেমা শক্ত) এসে জোর করে হেলেনকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু হটাৎ একদল সৈন্যনিয়ে মুসলিম সেনাপতি আর মানুষ এখানে পৌছিয়ে গেল এবং মালওয়ানুসকে হত্যা করে হেলেনকে বললেন আপনি কোথায় যেতে যান এবং নিরাপদ মনে করেন- আমি সেখানেই পৌছে দেব। তার পর তার সম্মাতিতে আর মানুস মুসলামনদের শিবিরে পৌছে দিলেন এবং মুসলমান মেয়েরা তাকে আপন বোনের মত আদর অর্ভ্যাথনা করে মহিত করে ফেললেন। পরদিন ঘোষণা করে দেওয়া হলো জর্জিরের "মাথা কেটেছে যে তার প্রাপ্য হেলেন এবং এক লক্ষ স্বর্ন মুদ্রা বুঝে নাও।" কিন্তু কেও এলেন না এই আহবানে এমনি দুই তিন কেটে গেল কেও এলেন না। তার প্রাপ্র নিতে তখন পরিশেষে কাফেলা যখন মদিনায় ফিরে এলো তখন খলিফা ওসমান এর রাঃ কাছে এটা পেশ করা হলো। তখন খলিফা ওসমান রাঃ কোন পথ না পেয়ে হেলেনকে জিজ্ঞেস করলেন মা তুমি তোমার পিতৃ হন্তাকে চিনতে পেরেছিলে? হেলেন উত্তরে হা বললেন তখন মুসলমান সৈন্যদের সারি বেধে দাঁড় করা হলো। এবং হেলেনকে বেছে বের করার নির্দেশ দেওয়া হলো। হেলেন খুজতে খুজতে ইবনে জোবাইরের কাছে এসে চুপ করে দাড়িয়ে রইলেন। আর ইবনে জেবাইর মাথা নিচু করে দাড়িয়ে ছিলেন। ইনি সেই ব্যক্তি কি না জিজ্ঞেস করাহলে হেলেন সম্মতিযানালেন। খলিফা ইবনে জোবাইরকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোন আত্ম গোপন করে আছ? এবং তোমার প্রাপ্য বুঝে নেওনি কেন? ইবনে জোবাইর ধীর অথচ গম্ভির স্বরে বললেন-দুটি কারনে আমি নিজকে প্রকাশ করিনি। প্রথমতঃ আমি কোন পুরস্কারের আশায় বা লোভে পড়ে জর্জিরকে কতল করিনি ইসলামের প্রতি তার শত্রুতা আমার তলোয়ারকে উদ্যত করেছিল।. আল্লাহ হাজার শুকুর যে আল্লাহ ইসলামের মস্ত বড় দুশমনকে ভুলুন্ঠিত করেছে আমারে এই তলোয়ার। কিন্তু আমি যদি আত্ম প্রকাশ

www.ahlehadeethbd.org

করতাম তবে সবাই বলতো যে নিশ্চয় অপরূপা সুন্দরি শাহাজাদিকে পাবার কিম্বা বিপুল অর্থ লাভের জন্যই কতল করেছি। অথচ আমি নিশ্চিত জানি, এখন বুকে হাত রেখে বলছি, আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যশি ছিলাম- কিন্তু কোন সুন্দরি যুবতী নয়।

দ্বিতীয় কারণ ছিল যার পিতাকে আমি হত্যা করেছি সে আমার কাছে এসে জীবনে কি সুখী থাকতে পারবে? আমাকে দেখলেই বরং তার ক্রোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে , তার মরমে মরমে জাগবে দারুন ব্যথা, বেদনার কুঠার তার অন্তুরকে করবে চোচীর। আমার মন চাইছি না এক আবলা আসহায়া নারীকে এ ভাবে কষ্ট দিতে। সমবেত জনতা বিস্ময়ে হতবাক। বিশেষ করে হেলেন বেশী করে স্পন্দিতে হলেন, আশ্চার্য্যন্বিতা হলেন। তিনি অবাক হয়ে শুধু চেয়েই রইলেন, আর ভাবতে লাগলেন, একি মানুসের কথা। মানবতা এত উচ্চ হতে পারে। সবচেয়ে আর্শ্চর্য লাগলো তার এই ভেবে যে, কত শত শত রাজ পুত্র কত কোল্লাদর। এক কথায় যারা খৃষ্টান জগৎ যেখানে যার জন্য পাগল পারা হয়ে উঠেছিল।

আমি আজ তাকে হাতের মুঠার ভিতরে পেয়ে ও এখন মুসলীম সিপাহী তাকে অবহেলা খরে দূরে ঠেলে রাখতে আপ্রান চেষ্টা করেছে। ভাববেগে বলে উঠলেন, আমার কাছে এটাই আশ্চার্য্য ঠেকছেযে, হত্যাকারী না হয় আত্মা গোপন করেছিল। কিন্তু হাজার হাজার মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে কিংবা কেই মিথ্যা মিথ্যাদাবী করতে এলনা। আর দেরী নেই। আপনারা আগে আমাকে মুসলমান করেনিন। এবং তখন তাকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নেওয়া হলো। অতঃপর খলীফা বললেন, মা এবার আর একটি কথা বল, " ঐ যুবকের সাথে তোমাকে যদি বিবাহ দেই তবে তোমার আপত্তি আছে? উত্তরে হেলেন বললেন আপনারা যা ভাব বুঝেন আমি তাতেই রাজী আছি। খলিফা বললেন, " তবুও তোমার পরিস্কার মত জানা দরকার হেলেন বলে উঠলেন এতবড় মহৎ এবং উদার মনের মানুষের পদমূলে আত্মহুতি দিতে পারলে কে জীবন কে ধন্য মনে করবেনা যাই হোক তার পর তাদের পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্মন্ন হয়ে গেল। খলীফা তাঁদের আর্শিবাদ কললেন এবং ওয়াদাকৃত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ইবনে যুবায়ের কে দিয়ে দিলেন। তারা সুখে দিনপাত করতে থাকেন হে তুরুণ! জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে ঈমানের মশাল নিয়ে এগিয়ে চলুন। জান্নাতের সুগন্ধি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

তোমরা হীনবল হয়োনা এবং বিষন্ন হয়োনা বস্তুতঃ তোমারই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন থাকো।

সূরা-আলে ইমরানঃ ১৩৯

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা

রোকশানা সিরাজ
কেশবপুর, যশোর

সৃষ্টির শুরুতে পুরুষ ও নারী ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে।এদের গঠনের দিক দিয়ে ও তাদের ভিতর আলাদ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীর জন্য বিশেষ পর্দা প্রথার কথা সর্বকালের। ঘোষণা করেছে। পর্দা প্রথার অর্থ নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা। ইসলাম এজন্য নারীদের প্রতি পর্দা প্রথার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

নারী জাতির পর্দা প্রথা সম্পর্কে অনেক ধর্মে বিঘোষিত হয়েছে। এ প্রথা বহুকাল পূর্ব তেকেই চলে আসছে। বিশেষতঃ হিন্দুরা দাবী করত যে পর্দা প্রথা প্রথমে তাদেরপ্রথমে তাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ঋগবেদে একথা লক্ষ্য করা যায় যে, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে অবাধ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দেয়া হত না। পুরুষের সামনে তাদেরকে উপরের দিকে তাকানো নিষেধ ছিল। শ্বশুর ভাষুর সবার সম্মুখে ঘোমটা টানতে হত। তবুও একথা বলা যায় পর্দা প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত এবং এর মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকেনি। কেননা বেদ পুরাণ দেখলে মনে হয় ব্যভিচারে সমগ্র দেশ গ্রাস করেছিল।

পর্দা প্রথা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ চিরন্তন ও শ্বাস্বত। মহান আল্লাহ পাক বলেন, " হে নবী, " হে নবী! আপনি বলে দিন বিশ্বাসী মেয়েদেরকে তারা যেন চক্ষুদ্বয়কে নীচু রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে এবং তার যেন নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে।কিন্তু যা প্রকাশ করা অবশ্যই প্রয়োজন তা ব্যতীত (হাত পা,মুখমন্ডল) এবং তার যেন ওড়না ব্যবহার করে পাঁজর পর্যন্ত এবং তার যেন প্রকাশ না করে নিজের সৌন্দর্যকে কিন্তু তারা স্বামীর নিকট, তার বাপের নিকট অথবা তার শ্বশুরের নিকট, অথবা তার ছেলের নিকট অথবা তার স্বামীর ছেলের নিকট অথবা মেয়েদের নিকট অথবা ক্রীতদাসের নিকট অথবা ঐ সমস্ত বৃদ্ধদের নিকট যাদের পুরুষত্ব শক্তি নেই, অথবা এ সমস্ত ছেলেদের নিকট যারা মেয়েদের গোপনতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়নি এবং তার যেন জমিনে পা মেরে না চলে কেননা এতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে এবং হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর কেননা তেমরা মুক্তি পাবে।" (সুরা নূর ৪ রুকু)

পর্দা সর্ম্পকিত মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র মুখনিঃসৃত অমীয় বাণীর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। মহানবী (সাঃ) সমাজের চরম অধঃপতন এবং নারীর প্রতি পশুর ন্যায় আচরণ দেখে কঠোর আদেশ দিলেন- " কোন পুরুষ কোন স্ত্রী লোকের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না এবং কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন পুরুষের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। আর দু- জন পুরুষ একত্রে চাদরের নীচে শুইতে পারবে না এবং দু- জন স্ত্রী লোকও একত্রে এক চাদরের নীচে শুইতে পারবে না। এ সমস্তই নিষিদ্ধ। "(মুসলিম)।

www.ahlehadeethbd.org

পাতলা ওড়না পরিধান করা নিষেধ। এ সম্পর্কে লক্ষ্যনীয় যে," হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) এর মেয়ে হাফছা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট আসলেন । তার শরীরের উপর পাতলা ওড়না ছিল। আয়েশা (রাঃ) পাতলা ওড়না খানা নিয়ে ছিড়ে ফেললেন এবং তার পরিবর্তে মোটা ওড়না তাকে দিলেন।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, " হযরত আবুবকর (রাঃ) এর কন্যা আছমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট পাতলা কাপড় পরে আসলেন। রসূলে করিম (সাঃ) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বলেন, হে আছমা (রাঃ) যখন মেয়ে বয়স্ক হয়ে যায়, তার শরীরের কোন একটি অঙ্গ তখন প্রকাশ করা যায়েজ নেই, আর ইশারা করলেন তার মুখ মন্ডলের দিকে এবং হাতের দিকে।" (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, " জাহান্নাম বাসীদের মধ্যে ঐ সমস্ত মেয়েরাও আর্ন্তভূক্ত হবে, যে সমস্ত মেয়েরা অত্যন্ত পাতলা কাপড় পরে মানুষের মনকে আকৃস্ট করার জন্য মাথার উপর এমন খেঁপা বাঁধে যে রকম উটেরগজ দেখতে অত্যন্ত সৌন্দর্য দেখায় অনুরূপভাবে মেয়েরাও খোঁপা বেঁধে সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এ ধরণের মেয়েরা জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা জন্নাতের সূগন্ধি পর্যন্ত পাবে না।" (মুসলিম শরীফ)

কুরআন ও হাদীছের আলোচনায় আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি যে, নারীদের জন্য অবশ্যই পর্দা প্রথার প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলেও প্রমাণিত হয় নারীদের জন্য পর্দা প্রথার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সাঃ) নামক গ্রন্থে মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, " নারী চুম্বকধর্মী আর পুরুষ বিদ্যুৎধর্মী। নারীর ধর্ম আকর্ষণ করা আর পুরুষের ধর্ম বিকাশ সাধন করা। তাই দৃষ্টি যেখানে পতিত হয় নারী সেখান থেকেই কিছুটা সংগ্রহ করে। চাঁদ, সূর্য ফুল সুন্দরী নারী সুন্দর পুরুষ যা মনোরম বস্তুতে নারীর দৃষ্টি পতিত হলে গর্ভস্থ সন্তান সেই রূপই ধারণ করে। অর্থাৎ নারীর চিন্তাধারার উপর ভবিষ্যৎ সন্তানের সৌন্দর্য রূপ-গুণ ও সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। হিন্দুরা গর্ভস্থ নারীকে সুন্দর সুন্দর ছবি ও মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি ও তাদের জীবন চরিত্র পড়তে দেয়। মুসলমানদের মতে হাদীস ও কুরআন পয়গম্বর ও মহামনীষীদের জীবন আলোচনা, সুন্দর জিনিস দেখা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নামায রোযা ইত্যাদি করা বিধেয়। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা যদি সব সময় অটুট থাকে তা হলে একটি সুন্দরী রোগা ও কুৎসিত নারীর পেট থেকেও বলিষ্ঠবান মেধাবী ও ধার্মিক সন্তানের জন্ম হয়। পর্দার বাইরে গেলে নারী তার এ সুচিন্তা তার সুচিন্তা হারিয়ে ফেলে। এছাড়া অনাবৃত নারীর দেহের উপর অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি এত প্রখরভাবে পতিত হয় যে তা নারীর দেহ কোষে এক বিবর্তন সৃষ্টি করে। ফলে নারী তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করে। এজন্যই দেখা যায় যে, পর্দানশীলা নারী বেপর্দা নারীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী লাবন্যময়ী ও আকর্ষণকারিনী হয়ে থাকে। তাই কুরআনে পরিস্কার ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেহকে আবৃত রাখতে ও দৃষ্টিকে অবনমিত করতে।"

এতক্ষণ আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, নারীদের জন্য পর্দার প্রয়োজন অপরিসীম। যারা মুমিন তারা শরিয়তের এ নির্ধারিত বিধান মুহূর্তের জন্যও অমান্য করতে পারেনা। তদুপরি বিজ্ঞানের বাস্তবতাও তো রয়েছে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও নারী প্রগতিবাদীরা পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। তারা

www.ahlehadeethbd.org

পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করে আধুনিক বিশ্বে প্রগতিবাদী হতে এবং নারীদের স্বাধীনতা আনতে চেয়েছেন। অনেকে এমন উক্তি করেছেন যা বর্ণনা করতে এবং লেখনিতে এমন বেলেল্লোপনার চিত্র ফুটে উঠেছে যার মন্তব্য করার ভাষা পাওয়া দুষ্কর। পশ্চিমা নাস্তিক্যবাদী এবং তাদের অনুসারী অস্তিক্যবাদীদের বেহায়াপনায় সমাজ আজ অধঃপতনের অতল তলে চলে যাচ্ছে। বিশেষকরে টি, ভি; ভি,সি, আর এবং এ ধরণের প্রচার ও মাধ্যমগুলি সমাজে আরও অনাসৃষ্টি করে চলেছে। আর তাইতো দেখা যায় যে, রোযা রেখে মহিলারা বুকে পাতলা ওড়না ব্যবহার করে ইফতারী সরঞ্জাম কিনতে ব্যস্ত।

তাদের বেহায়াপনা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, লেখনিতে লেখা অসম্ভব। তবুও একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। পশ্চিমা ভাবধারায় পুষ্ট এবং প্রগতিবাদী আন্দোলনের ধবজাধারী তসলিমা নাসরিন তার নির্বাচিত বকলামে বলেন, " ইদানীং কিছু মহিলাকে দেখি, শরীরের উর্ধাংশে দু'থেকে আড়াই গজের এক প্রকার ফুল তোলা কাপড় ব্যবহার করেন। অনেকটা ওড়নার মত কিন্তু ওড়না নয়। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি, এই বস্ত্র খন্ডটি বোরখার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শহরে এই বস্ত্র খন্ডটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে বলে এটিকে শহুরে বোরখা' বলা যায়; এখনও গ্রামাঞ্চলে আপাদমস্তক আবৃত করা বোরখার প্রচলনই বেশী।" পরবর্তী প্যারায় বলা হয়েছে। " এই কাপড়টি দিয়ে শরীরের যে যে অংশ আবৃত করা যায় তা শাড়ির আঁচল দিয়েই করা সম্ভব সুতরাং এটি বড়তি একটি প্রলেপ ছাড়া কিছুই নয়। আর যে কোনও বাড়তি বস্তুই বিলাসিতার নামান্তর। যে দেশের অধিকাংশ নারীই বস্ত্রহীনতাই ভোগে সে দেশে কাপড়ের উপর কাপড় পরিধান দৃষ্টিকটু তো ঠেকেই বরং বৈষম্যের ব্যবস্থাগুলোও আরও বেশি প্রকট হয়।"

এতে বোরখার প্রতি অবজ্ঞা এবং পর্দার প্রতি অবহেলাই কি প্রমাণ করে না? ধিক! এ সমস্ত মহিলার। যারা নিজের যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং শরিয়তকে পদদলিত করে। এদের বিরদ্ধে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পন্থী মহিলাদের লেখনির মাধ্যমে দাওয়াত ও জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সমাজকে দেখিয়ে দিতে হবে প্রকৃত হক কোনটি। নারী মুক্তি আন্দোলন এবং নারী স্বাধীনতা আন্দালন প্রভৃতি নামে মেয়েদের বেপর্দা এবং বোহায়াপনাই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সংগঠিত এবং সংঘবদ্ধ হতে হবে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পর্দা নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ন ভূষণ এতে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক পৃথিবীতে উলংগ মহিলাদের আজ সমাজে শান্তি নেই। পত্র পত্রিকা খুললেই দেখা যায় বিচিত্র ঘটনা। কোথাও ধর্ষণ, কোথাও এসিড নিক্ষেপ আবার কোথাও যৌন পিপাসা মিটিয়ে নারী হত্যা। এসব এখন নিত্য দিনের ঘটনা। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই যে পর্দা পালনকারী কোন মহিলার প্রতি কেউ কোনদিন অনাসৃষ্টি করতে সাহস পাইনি। প্রকৃত সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও পর্দা প্রথা পালনকারী মহিলাদের প্রয়োজন। কারণ তাদের তরফ হতে সম্মানিত পুরুষ এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন॥ তিরমিযী শরীফে বলা হয়েছে" স্ত্রীলোক গোপনীয় বস্তু, যখন সে বেপর্দায় বের হয়, শয়তান তাকে পুরুষের চক্ষে মনোমুগ্ধকর করে দেখায়। " সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার বিধান রয়েছে। তাই

www.ahlehadeethbd.org

নারীদের অবশ্যই এটা পালন করতে হবে। সবারই প্রতি তাই আহবান, আসুন! এ বিধান পালন করি এবং প্রকৃত সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসারী হই। আল্লাহ আমাদেরকে এ তৌফিক এনায়েত করুন। আমীন!

আল্লাহ্‌র অহি অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস

তালাক (নাটিকা)

গুমনাম রাহী

ফেলা একজন রিক্সা চালক; সে ঢাকার এক নোংরা বস্তিতে বাস করে। ছোট এক ঝুঁপড়িতে কোন মতে তারা দুজন স্বামী স্ত্রীতে বাস করে। প্রতিবেশীরা সবাই গরীব ও সরল সৎমানুষ। ফেলা পল্লী গ্রাম থেকে একটা চঞ্চল সুন্দরী বউ বিয়ে করে পাঁচ বছর যাবৎ সংসার করছে। বউডা সে একরকম বিনা পয়সাতেই পেয়েছিল।

দেড়-শ টাকা শাড়ী ব্লাউজ ও বিয়ে পড়ানো বাবদ এক শ টাকা আর অন্য খরচ মিলে মোট তিনশ টাকা। কিন্তু মৌলভী সাহেব ও গ্রামের লোকেরা জোরকরে এক হাজার এক টাকা বাকি দেলমোহর লিখে দেয়। এই বাকি দেল মহরই তার সংসারের মূল অশান্তি। সে তার বউ পাখির দেনাও শোধ করতে পারেনা, ঝগড়া ও অশান্তিও দুর হয়না।

বেলা সাত সকালে ফজরের নামাজ মসজিদে পড়ে রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রতিবেশী গরীব সবাই যার যার কাজে চলে যায়। পাখি প্রতিবেশী মেয়েদের সাথে সারাদিন গল্প গুজব করে কাটিয়ে দেয়।

১ম দৃশ্য

মঞ্চের উপরে ফেলা দুপুরের ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাটে বাজারের ব্যাগ লয়ে দাড়িয়ে.....

ইশ! ঘর বন্দ! কৈ গেল পাখি? রোজ রোজ এমন জ্বালা কি আর সওন যায়?

"পাখি! ও পাখি! কোথাও গিয়ে যে মরেছে বউডা?

মিজাজডা কেমন লাগে?" পাশে একটা বার বছরের ছেলে ফেলার মুখের পানে চেয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাড়িয়ে থাকে?' এই ছেমড়া, পাখিকে দেখছিস?

" উ হু" সে ঘাড় নেড়ে অসম্পত্তি জানায়।

রাগে বাজারের ব্যাগটা ফেলে দিয়ে

"আজ একটা শেষ ফয়সালা কইরাই ছাড়ুম

"এই টুটুল যাতো দেখ কোথায় গেছে খুঁইজা নিয়া আয়।

www.ahlehadeethbd.org

"আমার কথায় কি ভাবী আইব? ছেলেটি অপত্তি জানায়

"আইবনা মানে ওর বাবার আইব জলদি যা বলছি।

টুটুল চলে যায় (এক বুদ্ধলোকের প্রবেশ)

"ফেলা ও ফেলা এত শোর লাগাইছ কেন? শান্ত হও। বউডা একা ঘরে কেমনে রইব পাড়ায় মাইয়া পোলার লগে কথা কইছে।

একটু সবুর কর।"

চাচ্চা! আপনেই কন্ এখন কে রাধবো আর কখন খাইবো? এমন করে কি সংসার চলে? সারাদিন গায়ে গতরে খেটে যা রোজগার করী তার অর্দ্ধেকই রিকসা মালিকে দিতে পুলিশকে দিতে হয় আবার চান্দাবাজরা তো আছেই: কোন মতে সংসারটা চলে। অসুখ বিসুখ ও হরতাল হলে তা আর বাচার উপায় নেই। তার পরে বউটার জ্বালা কেমনে সই?

"গরীবের মরণতো সবখানেইরে বাবা! আল্লাহকে ডাকো।" " চাচ্চা গরীবের কি আল্লাহ আছে? কতইতো ডাকি নামাজ পড়ি রোজাও করি, ফকির মিসকিন দের দান করি কিন্তু বিপদে আমাগোতো কেউ দেয়না।'

"অমন কথা কইওনা বাবা! আল্লায় নারাজ অইবো। আল্লাহ ছাড়া কি কোন গতি আছে?

টুটুলের প্রবেশ

"ফেলা ভাই! ও ফেলা ভাই! ভাবী কইলো ও আইবনা, তোমরা ভাত আর রাখবো না। তোমার লগে গুসসা করেছে।"

"কি বললি, ও আইবনা? ক্যান আইবনা? ওরে বাইনন্ধ্যা আনুম।"

-তুমি নাকি, একটি হাসা কথা ও কওনা! তার দেল মোহরের হাজার টাকা পাঁচ বছরেও দিতে পারলানা, তোমার লগে আর কি সুম্পর্ক?

এই সব কথাই সগলকে কইছে।

ক্ষুধার জ্বালায় ও রাগে ফেলা চিৎকার করতে থাকে।

-কি এতবড় আস্পর্ধা পাড়ায় পাড়ায় ঘরের কথা কইয়্যা বেড়ায় যা ওকে আমি তালাক দিলাম এক তালাক দুই তালাক বাইন তালাক!(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)

-- হায়! হায়! আমারে তুমি তালাক দিলা। আমি কৈ যামু? একি করলা তুমি? কান্নার সুর শোনা যায়।"

ফেলা আবেগে পাখির দিকে পাগলের মত ছুটে যায় বুদ্ধ চাচা বাধা দিয়ে বলে

খবরদার! দওর কাছে যাইওনা, ও তোমার জন্য হারাম হইয়া গেছে।"

ফেলা দুঃখে পাখি পাখি করে কান্নায় লুটিয়ে পড়ে।

কনিকা

-দ্বিতীয় দৃশ্য-

শুন্য মঞ্চে ফেলা একাকী পা গুটিয়ে উপুর হয়ে পড়ে আছে, ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে উঠে বসে চোখে মুখে গভীর বেদনা ও বিষাদের ছায়া পাখি উড়ো গেছে ও আর যাচায় অসুবোনা আমি ওরে ছাড়াতো আর

www.ahlehadeethbd.org

বাচুমনা দুহাত আকাশে তুলে।
"আয় আল্লাহ! আমার পাখিরে তুমি ফিরে দাও! "পাখি ও পাখি!!" গামছায় চোখ মুছতে থাকে।
সলিম মুন্সি ও কলিমুদ্দি দর্জির প্রবেশ। ফ্যালা! আর কাঁইন্দা কি অইবো! বিবি তোমার হারাম হইয়া গ্যাছেগা। অহন দুসবা মরদের লগে নিকা দিতে অইবো। তার লগে ঘর সংসার করবোঃ সে দয়া কইরা ফেরৎ দিলে তবে তুমি পাইবা। সে অনেকদিন ইন্তেজার করতে অইবো। কাঁইন্দা কিছু অইবোনা।
ফেলা মুন্সির পা জড়িয়ে ধরে বলে।
" মুন্সিজির! আমি পাখিরে ছাড়া বাচুমনা! ওরে আমায় ফেরৎদ্যান ফেরৎদ্যান।
"দুর! দুর!! পাগল হইছনি,ক্যামনে ফেরৎ দিমু? একি দুনিয়ার আদালত ট্যাকা পয়সা দিলেই কামডা হইয়া যাইগা? এযে শরিয়তের মামলা বুচ্ছনি?"
কলিমদ্দি দর্জি একটু দরদমাখা সুরে বলে
-তুই ব্যাটা একটা আস্ত ছাগল! এমন সুন্দর বউডা হাচাই তালাক দিয়া দিল্যা! আহ্ কি চড়ুই পাখির মত চঞ্চল! ময়না পাখির মত কথা! একহারা গঠন, যত্নে থাকলে হাচাই সুন্দরী কওন যাইত।
মুন্সি আরও একটু বাড়িয়ে বলেন।
"হাচাই এইডা একটা হাগল! আস্ত হাগোল! এ্যামন হুন্দর বউডা হাত ছাড়া করলো।"
ফেলা দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বলে!
" দোহাই মুন্সিজি! আপনারা সামনে থেকে যান! কাটা ঘায়ে আর নুন দিবেন না। আমার পাখিরে আমি জান দিয়ে হলেও সমাজ থেইকা কাইড়া আনুম। আপনারা যান! যান! যান।
'মুন্সিজি ও দর্জি ক্রুর হাসি হাসতে হাসতে মঞ্চের বাইরে চলে যায়,
" হিঃ হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ হোঃ - ছাগোলঃ হাগোল।"
অন্য এক রিকসা ওয়ালার প্রবেশ
ফেলা! ওরা কি বললোরে, বউ ফেরৎ পাওয়া যাবে না? পাখিরে তোর লগে আর দেখা করতে দেবেনা?
না! ওরা কয়কি হুনছোঃ আমার পাখিরে অন্য মরদের লগে নিকা দিবোঃ তার লগে ঘর সংসার করবোঃ পরে ফেরৎ দিলে পাইবো" আমি বাইচ্যা থাকতে তা হতে দিমু না।"
-একটা কথা বলি হোন ঐ বংশাল চিনোস?
-" হ চিনি!" ফেলা মাথা নেড়ে আস্তে করে বলে।
-"ঐ বংশালের হুজুর, তোর পাখিরে ফিরা দিতে পারবো বুচ্ছস্-"
="কেমনি করে পারব? সগলেইতো কইলো কখনো হবেনা।"
- " আরে ওদের আলাদা আইন। ওদের হাচা একদম হাচাআইন।
-" আমাগো সমাজ কি তা মানবো? আরও ফ্যাসাদ বাধায়ে দেবগা।"
ওখানে যাইয়া কতজনে বউ ফেরৎ পাইল তুইও পাবি।
-ওরা তো আমাগো মত না? ওরা আবার কোন জাত?
-ওরা আহলে হাদীছ রাফাদানী সমাজ। ওদের সব আইন কানুন কুরআন ও হাদীছের দ্বারা কোন ভেজাল

www.ahlehadeethbd.org

নেই।
-তবে আর ভয় কি? আমার সঙ্গে তুইও চল। "ফেলা বুকে একটু বল হয়।
"-আমআমাগো মৌলভী সাহেবকে একটু জিগায়ে লই।"
-দুর-দুর গায়ে পড়ে ল্যাটা বাধাতে যাবি ক্যান?
আচ্ছা চল। পর্দা
তৃতীয় দৃশ্য
মঞ্চের উপর হতে পর্দা সরে যায় মঞ্চে একাকী বংশাল হুজুর বসে কেতাব দেখছেন। এমন সময় এক মসজিদের খাদেম সালাম দিয়ে প্রবেশ করে " আসসালামু আলায়কুম । হুজুর দুইডা লোক আপনার লগে দেখা করবার চায়।
-"লোক দুইডা কেমন? হুজুর চশমার উপর দিয়ে লক্ষ্য করে খাদেমকে বলে
-"লোক দুইডা তো গরীব গরীব বইল্যা মনে হইত্যাছে।
"তোমাকে তো বলাই হয়েছে আজেবাজে লোক দিয়ে বিরক্ত করবেনা।"
যাও বিদায় করে দাও।
পর্দার অন্তরালে কথা শোনাযায়।
"আপনারা যানগ্যা হুজুরের শরীরডা ভালানা। কথা বলতে পারবোনা।"
-' দ্যাহেন, আমরা কঠিন বিপদে পড়েই আইছি হুজুরের লগে শুধু দেখা করুম।
-'আমি কইলাম অইবনা আবার কথা।"
-"আমাগো মহাবিপদ! হুজুরের লগে দেখা করতেই অইব।"
-" আহ্ কি জ্বালায় পড়লামরে বাবা কন কি মহা বিপদ? একটু শান্ত হয়ে
-" বিবি তালাকের মসলা; এই বেচারার বউ তালাক হয়ে গেছেগা তাই?
-"ওতয় কন; তালাকের মসলা। ওয় আগেই কইতেন কাইজ্যা করন লাগতোনা খাড়ান হুজুর কই।"
আবার খাদেমের প্রবেশ--
হুজুর ওরা তালাকের মসলা চায়।" ওদের ডাকুম?
-হুজুর একটু হেসে চুমমাটা নামিয়ে বলেন
বেশ ভাল কথা ডেকে আনো।
বাইরে কথা হয় আহেন, আপনারা আহেন। তিন জনের একসঙ্গে প্রবেশ
দুজন জোড় হাত করে সালাম জানায়
-"সালাম। সালাম হুজুর!!" সালাম দিয়ে দাড়িয়ে থাকে।
-" বসেন, বসেন আপনারা!!" খাদেকমে লক্ষ্য করে বলেন।
"এদেরকে চা পান করাও"।
-আচ্ছা যাই" খাদেমের বিদায়
ফেলা ও তার সাথী দুজনে নতজানু হয়ে হুজুরের সামনে বসে পড়ে

www.ahlehadeethbd.org

-" আপনারা কোত্থেকে আইছেন?"
-" হুজুর আমরা ঢাহারই রিকসা চালক!" সাথী উত্তর দেয়।
-" ও তা বেশ ঢাহার কোথা থাইকা আইছেন?
-" ঐ সায়েদা বাদের পিছনে বিশ্ব রোডের পাশে।
-" নামকি তোমার?"
-" হুজুর আমার নাম করিম ডাকনাম কেরু।"
-" কেরু কি? আব্দুল করিম সুন্দর নামেই পরিচয় দিতে হয়ঃ
-" তোমাদের কি সমস্যা খুলে বলো।"
-" হুজুর ঘটনাটি আমার এই বন্ধুর ও হপ্তা আগে বউরে তালাক দিছে।"
-' কি তালাক দিয়েছে? তবে কেন এসেছ? " হুজুর একটু বিরক্ত হয়েই বলেন।
-" বউডারে ক্যামনে ফিইর‍্যা পাইব হেই মসলাডা-কন -----
-" আমার কাছে কেন আইছো? তোমাদের সাইদাবাদী হুজুরের কাছে গিয়ে বলো, সেই সব ফয়সালা করে দেবে।"
-" হুজুর! সাইদাবাদী হুজুর হুদোই পোলাপান হওয়োনের তদবির করে।"
-" ও পুলাপান হওয়োনের তদবির ছাড়া আর কোন তদবির করেনা? হুজুর একটু হেসেই প্রশ্ন করে। চা নিয়ে খাদেমের প্রবেশ----
" এখন একটু চা খেয়ে মাথাটা ঠিক কর।" সবাই চা খেতে থাকে।
চা খাওয়ার পর উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে ফেলাকে জিজ্ঞেস করেন।
---" তোমার নাম কি?"
-" আমার নাম ফেলা।" একটু আস্তেই নামটি বলে--
-" ভাল নামকি স্পষ্ট করে বলো?"
" হুজুর আমার নাম ঐ একটাই
-" তোমাদের নামেরই যে বাহার কামডা যে কি অইবো আল্লাই জানে তোমার স্ত্রীর নামটা বন্দো দেহি?
-"হুজুর আমার বউয়ের নামডা পাখি।" হুজুর ও খাদেম হাসতে থাকে।
-" পাখিরে খাচা থেকে বের করে দিয়েছো এখন কেমন আবার খাচায় পুরবে?
-" হুজুর আপনিই ব্যবস্থা করেন।"
–" হুজুর আমরা গরীব রিকসা চালক একটু কমটম করে নেন।
–" তোমার পাখিরে কেন ও কিভাবে তালাক দিলে সব খুলে বলো।"
–" পাখির বয়স যখন বারো বছর তখন ওরে গেরাম থেইক্যা বিয়া কইর‍্যা আনি। বিয়েতে ওর দেল মোহর একহাজার এক টাকা বাকিতে ধার্য হয়। আমি বাকিও শোধ দিতে পারিনা ওর রাগ ও অভিমান ও শেষ হয়না। একদিন ওরে ডাইকা না গাইয়া ক্ষিধের অসহ্য হইয়া তালাক দিয়ে দিলাম, কথাডা বলার পর পরই আমার হুশ হইলো পাখিরে

www.ahlehadeethbd.org

আমি ধরতে বার বার যাই সগলে বাধা দিয়ে বলে ও তোমার জন্য হারাম হইয়ে গেছে না।" ফেলা কথাগুলি বলে কেঁদে বুক ভাসায়)

–" পাখি একন কোথায়?"

–" ঐ এখন ওর অত্মীয়ের বাড়ী ওরা ওকে দুষরা মরদের লগে বিয়া দিব।"

–" তাতে কি! তুমি আবার অন্য খানে বিয়ে করে ঘর সংসার কর।

–"'হুজুর আমি ওকে ছাড়া বাচ্চুমনা। আমি মইর‍্যা যামু। আমাকে বাচান।

–"তুমি বাকিতে বিয়ে করেছ, আবার তালাক দিয়েছ তবুও---।

–" ফতোয়া নিতে কত টাকা সঙ্গে এনেছ?"

–" হুজুর দুশ টাকা দিতে পারুম।"

–" মন দিয়ে শোন, তোমার বউ হারাম হয়নি তোমার বউ তোমারই আছে শুধু আবার কালমা পড়ায় নিতে হবে। এই নাও মসলা। ফতোয়া মূল্য হাজার টাকা। যাও তোমার জন্য টাকা লাগবে না।

–' হুজুর! আপনি! আমাকে বাঁচালেন। আপনি ফেরেশতা। পায়ের উপর উপুড় হয়ে সেজদা করতে যায়।

" কি কর।" সরে গিয়ে " মানুষকে সেজদা করা হারাম।

কতজ্ঞ নেনে ফেলা ও বন্ধুর বিদায় যবনিকা।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

www.ahlehadeethbd.org

নব-দিগন্ত (গল্প)

মুহাম্মাদ শাসসুল আলম, যশোর

নাম তার সোহাগ। ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ও আদুরে ছেলে বলে বাপ-মা শখ্ করে তার ভাল নাম রাখে সোহাগ। যশোরের চৌগাছা থানার ফুলসারা গ্রামে তার জন্ম। সবুজ-শ্যামলতায় ভরা ছবির মত গ্রামের সজীবতায় বাপ্ত-মায়ের লালিত পালিত, প্রকৃতির এক অপরূপ আমেজে ধীরে ধীরে শিশু থেকে কৈশরে পদার্পন করতে থাকে সোহাগ। একদিন যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে উর্ত্তীর্ণ হয়ে কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রী নেয়ার স্বপ্ন দেখে সে। বাবা-মায়ের আশা-ছেলে বড় হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী লাভ করবে। বড় অফিসার হবে, উকিল মুক্তার হবে ইত্যাদি ---ইত্যাদি; একদিন আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সেবা করবে, সমাজের কল্যাণ করবে। সোহাগ ইত্যপূর্বেকার কিছু ছেঁড়া-ছোটা স্মৃতি নিয়ে, অনেক আশা–ভরসা নিয়ে, বিশাল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ভর্তি হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন সম্মানে। আইনে পড়া ও তার কিছুটা সখ ছিল এজন্যে যে আইনে অনার্স সহ মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন সমাজের কাছে বেশ সম্মানীয় ও সেই সাথে আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণাও লাভ করা যাবে। আর লক্ষ্য! জজ হবে -ব্যারিষ্টার হবে-কত কি!

তবে সোহাগের জীবন সান্নিধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেমন-প্রকৃতি প্রেম, সঙ্গীতের উপর অনুরাগ, মানুষের প্রতি ভক্তি বিশেষ করে অসহায়-দূর্বলের উপর সহানুভূতি খুব দরদ লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া সত্যকে চেনা জানা ও তার পক্ষে কথা বলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এটা ও তার ছোট বেলারই বৈশিষ্ট। সোহাগ দেশের প্রচলিত রাজনীতিতে সচেতন কিন্তু কারও পূজারী নয় এমন মননশীলতা নিয়ে ক্যাম্পাসে রাজনীতির নামে অরাজনীতি, পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, বন্ধু বান্ধবীদের অযাচিত সঙ্গ ও অবাধ চলাফেরা কোনটাই তাকে গ্রাস করতে পারেনি। যদিও কখনও এরকম পরিস্থিতির শিকারে পড়েছে। কিন্তু আযানের ডাকে আর কেউ রাখতে পারেনি। এ সময় আর একটা বিশেষ কাজে জড়িত থাকাতে অবসর সময় কাটানো ছাড়াও সত্যের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ায়ের দ্বারটা উন্মুক্ত হয়। যদিও সেটা সখের বশে করা। তা হলো সাংবাদিকতা। সব কিছুর অবসরে সোহাগ ভাবতো এ জীবন তো এখানেই শেষ নয়-আর এক জীবন আছে আর তা হলো অনন্তকালের–। নিজেকে গড়তে হলে একক ভাবে খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে কার সাথে, কাদের সাথে, কোন দলের সাথে মিশবে এবং নিজেকে তৈরী করবে। সমাজের জন্য কিছু করবে,গণতন্ত্র,পুজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সবই অচল। আর ইসলামী দল? কোনটা সঠিক কোনটা সঠিক নয়, তা-ও আবার শতধা বিভক্ত এত কিছু ভাবে সে তার কাজের অবসরে। এ সব ভাবলে তার মাথা ঘাবড়ে যায়।

ইসলামী -ই মুক্তি ইসলাম-ই শান্তি। কিন্তু কোন মাযহাবে মুক্তি, কোন্ পথে -"সরল পথ" পাওয়া যাবে! নিজেও তো এক মযহাবের অনুসারী।। এক আল্লাহ, এক রাসূল-মুসলমানদেরও হবে একটি দল। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে এক হবে! বিভিন্ন মতে, বিভিন্ন মতবাদের কারণে শতশত প্রশ্ন সোহাগের হৃদয়পটে ক্ষণে ক্ষণে দোলায়িত হতে থাকে। কিন্তু সোহাগ শত চেষ্টা করেও পায়না তার মনোপ্যুত, বিশ্বাসযোগ্য,তত্ত্ব ও তথ্যবহুল যুক্তি নির্ভর পথ উপরন্তু সে পথের গাইড লাইন। সব দলের সাথে কম বেশী সোহাগ মিশেছে, জানার জন্য গিয়েছে কিন্তু কেউ তাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে নি। দিন যত যায় সোহাগের ভাবনা, উদ্বেগ ও পীড়া আরও বেড়ে যায়।

১৯৮৯-৯০ এর দিকের কথা। হলে সীট না পাওয়ার কারনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে মেহের চন্ডী স্মৃতি ছাত্রাবাসে থেকে সোহাগ প্রতিদিন ক্লাশ করতে থাকে। বিশ্ববদ্যালয়ে ভর্তি যেমন কঠিন বিষয় তার চেয়ে হলে সীট পাওয়াও যেন একটা সোনার হরিণ পাওয়ার মত। মেচে কাটতে লাগল ভালই। এমন সময় মেচে আসে তার বড় ভাই

www.ahlehadeethbd.org

সম্পর্কীয় এক আত্মীয় নাম –শফিক। এম.এ.(পূর্বভাগ) পরীক্ষা দিতে এসেছে। দেখতে প্রায় সোহগের মতই। কোথাও বেড়াতে গেলে অনেকে তাদেরকে সহোদর ভাই বলে মনে করে। সোহাগ শফিককে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে; কখনও বন্ধু সুলভ আচরণও ঘটে তাদের মধ্যে। সব মিলে তাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক।

মেচে এমনিভাবে কয়েকদিন কাটে। দু'জনেই নামায পড়ে নিয়মিত কিন্তু একত্রে পড়া হয় না। একদিন দু'জনে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তে থাকে সম্ভবত যোহরের নামায। শফিক ইমাম হয়। কিন্তু সোহাগ লক্ষ্য করে তার নামাযের সাথে যেন -মিল নেই। আশ্চার্য! এ কেমন কথা? এটা কেমন নামায, এ নামায কোথা থেকে আমদানী হল! না কি-শিয়া-সুন্নীর কোন গ্রুপ না কাদিয়ানী -না অন্য মাযহাব -না কোন ফেৎনা এর মধ্যে ঢুকেছে? সোহাগ ভাবতে থাকে। ঠিক আছ নামায শেষ হয়ে যাক। তারপর ধরব। তার কাছে বড়ই অস্বাভাবিক লাগতে লাগল। না, এটা হতে পার না! আমরা একই মতের (রাসুলের) অনুসারী অথচ তিনি কেমন করে নামায পড়ালেন। আজকের নামাযটাই বুঝি নষ্ট হয়ে গেল? এমনি ভাবে তখনই তার মনে নানা প্রশ্ন জেগে যায়। নামায শেষ। সঙ্গে সঙ্গে সোহাগ শফিককে চেপে ধরে। তাকে করতে লাগল নানা প্রশ্ন। এটা আপনি কি সর্বনাশ করলেন? এ নিয়মের নামায কোথায় পেয়েছেন আপনি? আপনি আমাদের সমাজ থেকে দল থেকে তাহলে আলাদা? না আপনি শিয়া-----অন্য কিছু? এক নাগাড়ে অনেক কথা সোহাগ জানতে চায় খুব জোরালো ভাবে-তার কাছ থেকে। শফিক বুদ্ধিমান ছেলে, ধীরে ধীরে শান্ত ভাবে জবাব দিতে থাকে এটা হাদীছে আছে ভাই। তখন সোহাগ বলল তাহলে আমি-আমরা যা করছি তা হাদীছে নেই! আমরা কি সব ভুল করছি? তখন শফিক সোহাগকে পরোক্ষ ভাবে বুঝাতে চাইল আসলেই ভুল করছো। সোহাগের মনে আরও আঘাত লাগে যায়, চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। তার শরীর শিউরে উঠে, মনে হয় যেন হঠাৎ তার মাথায় বজ্র পাত ঘটল। এর প্রতুত্তর বা প্রতিকার কি করবে বুঝে দিশা পাইনা সোহাগ ঐ মুহূর্তে। ঐ অবস্থায় আক্রমণ স্বরে সে আরও জানতে চাইল তাহলে আমি আমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ যা এতদিন করে আসছি তা হলে কি তা সব ভূল- সব বৃথা-সব মিথ্যে। আর তারাই যদি ভুল করল, কিন্তু আমাদের দেশে এত বড় বড় আলেম, অলি, আউলিয়া,পীরে কামেল, বজুর্গানে দ্বীন, যা করে এসেছেন বা করছেন তা কি সব ভূল? কোটি কোটি মানুষ যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ কি সব ভূল পথে? তবে আমরা কি সব জাহান্নামে যাবো! না হতে পারে না! এ রহস্য তাকে উদঘাটন করতেই হবে সে যে প্রকারেই হোক না কেন? সোহাগ চিন্তা করতে থাকে, ইদানিং তো মুসলমান নাম করে অনেক নতুন নতুন দল গজাচ্ছে যেমন কাদিয়ানী এরাও আবার অনুরুপ কিনা! এটা তারই অংশ হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। আর তাই-ই যদি হয় তাহলে তো শফিক ভাই এর সাথে আত্মীয়তা, খাওয়া দাওয়া, কাজ কর্ম সম্পূর্ন পৃথক করতে হবে এবং বিকল্প নেই। সোহাগ নাছোড় বান্দা। শুরু হয়ে গেল তার জীবনের নতুন অধ্যায়, নতুন তপস্যা। নতুন করে জানতে হলে পড়তে হবে। শুরু করল পড়াশুনা শফিকের দেয়া কিছু চটি বই। মিলাতে লাগল মূল অনুবাদে সাথে। সোহাগের আর খাওয়া দাওয়া নেই-ঘুম নেই। কারণ বিশ্বাস আমাদেরটা কিভাবে ভুল হতে পারে এত বড় বড় আলেম এদেশে থাকতে তাদের কি আল্লাহর ভয় নেই, তারা কি জান্নাতে যেতে চায় না। তারা রাসুলের অনুসরণ করে না? নিশ্চয় তা নয়। আর তা যদি না হয় তাহলে আমিও ঠিক আছি। আমার পূর্ব পুরুষেরাও ঠিক আছে। এখন শফিক ভায়েরটা কিভাবে ভুল প্রমাণ করা যায় তার জন্য পড়ে শুনে দলিলাদি সহ যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু সোহাগ যতই পড়তে থাকে তাদেরটা মাযহাবী মত' মূল হাদীছে (অনুবাদ) আর খুঁজে পায়না। লেখকের মতের ব্যাখ্যা কেবল। বাজারে যে নামায শিক্ষা বই ওদের মত করে দলিল প্রমাণ সহ উল্লেখ নেই। খটকা বেঁধে যায় সোহাগের মনে। অপর পক্ষে শফিক সোহাগের যা দিচ্ছে দলিল উল্লেখসহ সব দেখিয়ে দিতে পারছে। ইতিপূর্বে দেমাগের অগ্নি ঝরা কথাগুলো যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে সোহাগের ক্রমে ক্রমে। দু'একদিন পরে শফিক রাজশাহী শহরে বেড়াতে নিয়ে যায় সোহাগ কে। তিন তলায় উঠে সামনে লেখা দেখে বিস্মিত হয়। এ আবার কি? ঘরে ঢুকে পড়ে দু'জনে। দেখা গেল নাদুস - নুদুস মাঝারী একটু মোটা শ্যামলা মত একটা লোক কি যেন ভাব নিয়ে বসে আছেন। শফিক সোহাগকে পরিচয় ঘটিয়ে দিল তার সাথে। শফিক জানতে পারলো তিনি হলেন নাকি তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের একজন প্রফেসর। আবার ডকটরেট ডিগ্রীধারী। তাঁর নাকি আন্তর্জাতিক ভাবে বেশ নাম ডাক আছে শফিক যা বলল। বিষয়টি নিয়ে সোহাগ আরও কৌতুহলী হল। সে তার প্রশ্নগুলি তাঁর কাছে শক্তভাবে একটু শালিন ভাষায় পেশ করল। এবং সঠিক উত্তর জানতে চাইল। তাঁর ব্যস্ততার কারণে সোহাগকে সংক্ষেপে কিছু জবাব দিয়ে সাথে কিছু বই পত্র দিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

পরক্ষণে সোহাগ ভাবল এরা যদি অমুসলিম বা শরীয়তের বিরোধী হবে তাহলে এত বড় বিল্ডিং, মাদ্রাসা, অফিস, এমন ব্যক্তি কেমন করে এদেশের মাটিতে এখনও থাকতে পারে? এর কোন রহস্য অবশ্যই আছে। সোহাগ ও শফিক ফিরে আসে। শুরু করে আবার পড়াশুনা।

কিছুদিন পর সোহাগ বাড়ী চলে যায়। শফিকের সথে আর দেখা নেই। এলাকায় গিয়ে সোহাগ হাজির হয় তার এলাকার আলেমদের সাথে। কিন্তু ছোট হুজুররা ভাল জবাব দিতে পারেন না। শুধু বলে, ওরা লা -মাযহাবী। আমরা হানাফী। মাযহাব মানতেই হবে -নইলে মুসলমানিত্ব থাকবে না। সোহাগ গিয়ে সম্মুখীন হয় এলাকার নামকরা আ-লেম ও মুফতীর নিকট। শুরু হয় আলোচনা প্রশ্ন-জবাব দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে। প্রথমে এক মুফতী (হাট হাজারী) বলেন আমরা হানাফী মাযহাবে আছি । অবশ্য তাঁদেরও দলিল আছে যুক্তি আছে। সোহাগ আহলেহাদীছের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ দলিলের উদ্ধৃতি (নামাযের পদ্ধতি) দিয়ে কথা বলতে লাগল এবং বলল সে আহলেহাদীছ হতে পারে কিনা? তখন মুফতী সাহেব বললেন "আপনাকে আড়াই লক্ষ হাদীছ মুখস্থ থাকা লাগবে, তাহলে আহলেহাদীছ হওয়া যাবে। " সোহাগ এর দলিল চাইলে মুফতি সাহেব দিতে পারেন নাই। তবে তিনি তাদের (আহলে হাদীছের) দলিলের কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি মাযহাব ছাড়তে নারাজ। যা হোক সোহাগ আরও এরকম আলেমের নিকট যায় প্রশ্ন করে একএক জনের একএক রকম কথা। যার কোন ভিত্তি, দলিল,যুক্তি দিয়ে সোহাগকে বুঝাতে পারে না। সোহাগ ক্রমশ, দূর্বল হতে থাকে শফিকের যুক্তি তর্ক উপরন্তু তার কিতাব পত্রের প্রমাণ দেখে।

দিনের পর দিন চলতে থাকে, পড়তে থাকে আর সংস্পর্শে যেতে থাকে উভয়পক্ষের আলেমদের নিকট। ছুটতে থাকে হাদীছ গ্রন্থের বিভিন্ন রেফারেন্স নিয়ে। সোহাগ তো জানে মুক্তির পথ কোরআন ও সুন্নাহ। এটাও জানে রাসুলের(সাঃ) উম্মতের মধ্যে ৭৩ প্রকার ফের্কা। এর মধ্যে এক প্রকার নাযাত পাবে বাকী সব জাহান্নামে যাবে। সোহাগের বিশ্বাস জন্মে আর বুঝি, এরা যা আমল করে সেটাই সঠিক, এরাই বুঝি সেই পথের অনুসারী। সোহাগ খুব ভেবে চিন্তে দেখে, আল্লাহর কাছে আরাধনা করে, গ্রহণযোগ্যতা.দলিলাদি সহ নিজের বিবেককে কাজে লাগাতে থাকে। অবশেষে সোহাগ তার মাযহাবী অন্ধ বিশ্বাস ছেড়ে সরসরি হাদীছের অনুসরণ শুরু করে দেয় -যার অপর নাম 'আহলেহাদীছ' ।

বেশ কিছুদিন যায়- শফিকের সাথে সোহাগের সাক্ষাত ঘটে। জোহরের সময় হলে এক সাথে নামায পড়তে থাকে। শফিক আশ্চার্য হয়। এখন দুজনের নামাযের মধ্যে আর পার্থক্য নেই। দু'জনেই আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করে। এতদিন সে ভুলের মধ্যে এবং একটা অন্ধবিশ্বাসে সোহাগ ছিল এবং অরিজিন্যাল বিষয়বস্তু বা পথ উদ্ধার করতে পেরেছে-এর জন্যে সোহাগ শফিককে যে আক্রমনাত্মক ও হিট লাগানো ভাষা ব্যবহার করেছে তার জন্য সে অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী ও কৃতজ্ঞতা জানায়।

শফিক বলে, দেখ ভাই এই বিষয়ে আমার- তোমার কারও দুনিয়াবী স্বার্থ নেই। আমরা আল্লাহকে যদি সত্যিকারে ভয় করি তাহলে রাসূল (ছাঃ)- এর অমীয় বাণীর কথা সর্বদা মনে প্রায় স্মরণ করতে হবে যা তিনি (ছাঃ) তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে বিদায়ী ভাষণে উল্লেখ করে গেছেন "আজ হতে দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা /ধর্ম) কে পরিপূর্ণ করা হল দু'টি বস্তুদ্বারা তা হলঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও রাসুলে (ছাঃ) এর বাণী হাদীছ দ্বারা। আর এ দু'টি যারা আকড়ে থাকবে কস্মিন কালেও কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না"। সেখানে কোন ব্যক্তি, মতবাদ,পীরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। হ্যাঁ তার জন্য আল্লাহ বিদ্যা অর্জন ফরজ করেছেন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী জন্য। আর অস্পষ্ট কোন বিষয়ের জন্য একাধিক বার একাধিক কিতাব প্রয়োজনবোধে উভয়ের যুক্তি দলিল নির্ভর করে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ নিজের বিবেকের জন্য নিজেকেই হিসেব দিতে হবে কাল -কিয়ামতের ময়দানে। এভাবে শফিক সোহাগকে অনেক নছিহত করে। সোহাগের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। এবং সোহাগ শফিককে বলে আপনার কথাগুলো সঠিক ।

সোহাগের মনে এমন আকিদা বিশ্বাস জন্মে যে, আর বসে থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে এগুতে থাকে তার আমল কার্যসূচী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। এমতাবস্থায় সোহাগের জীবনে আর এক পরিণতি নেমে আসল। প্রথম

www.ahlehadeethbd.org

দিকে অনেকটা পারিবারিক হলেও সামাজিক ভাবে তার উপর চলে আসে অমানুষিক চাপ ও প্রতিরোধ। কিন্তু পূর্বেই আমরা বলেছি সোহাগ সত্যের নিকট,হকের নিকট, আপোষকারী নয়। সে যতই বাধা আসুক না কেন, যত দিন যায় ক্রমে ক্রমে তার জীবনের আরও পরিবর্তন আসতে লাগল।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোংরামো পরিস্থিতি যেমন তাকে গ্রাস করতে পারেনি অনুরুপে সে নিজেকে মুক্তির পথে অগ্রসর করালো। সে ভাবে আজ শুধু আমার মত সাধারণ ছেলে নয় এ দেশের কোটি কোটি মানুষ ইসলামের নামে অন্ধ বিশ্বাসে, অন্ধ আমলে নিপতিত এবং গোড়ামীর বন্দীদশায় গুমরে গুমরে কাঁদছে। কোথাও কেউ অজ্ঞাতার বশে, কেউ বা হিংসার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর এর জন্য এক শ্রেনী ব্যক্তি ও এক শ্রেনী দুনিয়ামুখী আলেম সেই মা-যহাবী মতবাদ, ব্যক্তির রায়কে প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় নিয়োজিত। তাই এ অবস্থায় আর বসে থাকলে চলবে না আর মুহূর্তের জন্যও সময় নেই। মানুষের কাছে নির্ভেজাল ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিতে হবে; শির্ক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করাতে হবে সঠিক মতবাদ; জীর্ন সমাজকে ভাড়তে হবে; রাসুলের সমাজ গড়তে হবে নইলে কারও মুক্তি নেই। এ সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে সোহাগ ব্যাকুল হয়ে উঠে।

সোহাগ রামাযানের ছুটিতে বাড়ী যায়। বাব-মা, ভাই বোনদের প্রতিবেশী সকলকে বুঝাতে থাকে, তাদের মধ্যে ও পরিবর্তন হতে থাকে। বেশকিছু মাস অতিবাহিত হয়ে যায় একদিন তার প্রিয় শফিক ভায়ের বাসায় বেড়াতে যায়। শফিক ভাই এম.এ.পাশ করেছে, এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী নিয়েছে,সংসার পেতেছে। আর সোহাগ তখনও সম্ভবতঃ আইন তৃতীয় বর্ষে । বাসায় প্রবেশ করে সোহাগ, শফিক সোহাগকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি। সোহাগ ছালাম জানায় শফিক উত্তর দেয়। তারা পরস্পরে দু'জনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আশ্চার্য হয়ে যায় শফিক। কাজে-কর্মে, চলাফেরা, কথা-বার্তায়, পোষাকে- আষাকে সোহাগের আমূল পরিবর্তন এসেছে। তা দেখে হৃদয় নিঃসৃত ব্যাকুল কণ্ঠে শফিক সোহাগকে বলতে থাকে আমি যা -না পেরেছি ভাই- তুমি শুধু তাই-ই করনি বরং অনেকগুন এগিয়ে গেছো দেখছি ? সবাইকে তুমি অবাক করেছো, যা শুধু আমি নয় আমাদের সমাজও ভাবতে পারেনি? সোহাগ বলে সবই ভাই আল্লাহর মেহেরবাণী। শফিকের সুন্দরী নববধু সোহাগকে খুব চিনলেও সোহাগের নিকটে আর লজ্জায় আসতে চায় না, দূর থেকে আড়াল থেকে শুধু কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে, আপনি কেমন আছেন!

শফিক, কেবল সোহাগের মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে আর বলতে থাকে, আমি এখন দেখছি -উদিত সূর্য যেমন দেখায়, বসন্তের ফুলগুলো যেমন ফুটে, আকাশের আচ্ছাদিত মেঘ সরে গেলে চাঁদ যেমন আলো দেয় তেমন তোমার জীবনেও দেখছি এক নব -দিগন্তের সূচনা হল।

ভিত্তিহীন (বিবরণ ও ব্যাখ্যা) দ্বারা যথার্থ সত্যকে আচ্ছন্ন কর না অথবা জেনে শুনে সত্য গোপন কর না। [২ঃ৪২]

www.ahlehadeethbd.org

উদ্বোধনী জাগরণী

মুহাম্মাদ মোল্লা মাজেদ, রাজবাড়ী

আমরা দুরন্ত এক ঝাঁক মুক্ত বিহঙ্গ
আহলেহাদীছ আন্দোলন
রক্তেই ধুয়ে নেব অঙ্গ।
নেই ভয় সংশয় কোন বাধা বিঘ্ন
জিহাদের জোশে আছি মোরা মগ্ন
বাতিলের প্রশাসন হয়ে যাবে ভঙ্গ;
আমরা দুরন্ত এক ঝাঁক মুক্ত বিহঙ্গ।
শত শহীদের স্বপ্ন মোরা বাস্তবে করে যাব পূর্ণ
অহির বিধান ছড়িয়ে দিয়ে দূর কর জরাজীর্ণ।
কিয়াস ফেকার ধারি না ধার
কুরআন আল-হাদীছ হবে হাতিয়ার
মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী
এই দু'টি পথ চিনেছি আজি
মরমের মাঝে জাগে একি রস-রঙ্গ?
আমরা দুরন্ত এক ঝাঁক মুক্ত বিহঙ্গ।

ফুল

মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ,টাঙ্গাইল

মিষ্টি মধুর সুবাস ভরা
ফুলের সুন্দর ছবি
ফুলের গাঁথা গেয়ে গেল
সকল দেশের কবি।
বিশ্ব নবীর প্রিয়
খুশবু ভরা ফুল
এ ধরায় যার নেই-
নেই কোন তুল।
বিজয়ীদের বরণ করে
দিয়ে পুষ্প তোড়া
সবার মাঝে ফুলের
আদর বিশ্বজোড়া।
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
ফুলের আদর সর্বদেশে।
ফুলের খুশবু বাহন
হাওয়ার তরি
ফুলের সুবাস ছড়িয়ে
দেয় জগৎ ভরি।
মন মাতানো হাওয়া
পুষ্প সুবাস জলে নাওয়া
ঢেউ তুলে দেয় মন মাঝে
আন্দোলনের হাওয়া।
পুষ্প মাঝেই লুকিয়ে আছে
মিষ্টি মধুর খনি
'শেফাউল লিন নাস'
অহির বিধানেতে শুনি।
ফুলের সুবাস গন্ধে, মৌমাছিরা সানন্দে
উড়ে বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে
ফুলের মধু ধরে মানব পেয় রস
জমায় চাকে চাকে।
পুষ্প মধু পুষ্টি যোগায়
মানব সেবা তরে
নানা রোগের ঔষধ হয়ে
থাকে ঘরে ঘরে।
খুশবু ভরা ফুলের হাসি
করে পরকে বিনোদন
ফুলের হাসির সৌরভ আজ
বিশ্ব জোড়া আলোড়ন।
আমরা হবো পরহিতৈষী
খুশবু ভরা ফুল
দ্বীনের কথা রয়ে যাবে
ভাংবো সবার ভুল।

তোমাদের পরিচয়

মুহাম্মাদ আঃ হামিদ বিন শাসসুদ্দিন, পিরোজপুর

তাওহীদের ঝান্ডাবাহী হে আহলেহাদীছ যুবদল
ভারতের ইতিহাস স্মরি, সামনে এগিয়ে চল।
হে বিপ্লবী বীর, তোমরা তাদেরই বংশধর
যাদের বীরত্বে ভারত বর্ষ কাঁপিত থর থর।
তোমাদের মাঝে জন্মেছিল সৈয়দের মত বীর
বাঁশের কেল্লায় যুদ্ধ করেছে বিপ্লবী তিতুমীর।

www.ahlehadeethbd.org

ইংরেজ ও শিখদের যারা করেছিল অস্থির
ইতিহাস বলে সকলেই ছিল আহ্‌লেহাদীছ বীর।
তোমাদের পরিচয় লেখা নেই কবিতায়
লিখেছে উইলিয়াম হান্টার ইতিহাসের পাতায়।
কিন্তু তাতে তোমাদের নামে করেছে বিকৃতি
"ওয়াহাবী" বলে কটাক্ষ হে, দিয়েছে স্বীকৃতি।
বলরে তারা 'ওহাব' অথবা আরও অন্য কিছু।
বেদআতী বে-দ্বীন শত্রু তোমার লেগে আরও অন্য কিছু।
বেদআতী বে-দ্বীন তোমার লেগে আছে সদা পিছু।
অতীত তোমাদের যেমন মহান, ভবিষ্যত উজ্জ্বল
তোমরা সেই
হাদীছে বর্ণিত হক ও বিজয়ী দল।

কালিমা তাইয়েবার কবিতা

মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা

লা ঃ লাশরীক আল্লাহ তা'লা শরীক তাঁর নাইকো ভাই
ইঃ ইলম ছাড়া সে আল্লাহকে চিনা জানার উপায় নাই।
লাঃ লক্ষ্য কোটি অজ্ঞ মানুষ আল্লাহকে মানছে না,
হাঃ হায় আফছোছ পীর ফকির আর কবর তাদের আস্তানা
ইঃ ইসলাম ছাড়া মানব জাতির অন্য ধর্মে মুক্তি নাই,
লঃ লও সবে ভাই মান্য কর আগে ইসলাম আর ইমান চাই।
লাঃ লাইলাহা ইলল্লাহ ইসলামের এই মূলমন্ত্র
লঃ লও সবে এই কালমা পড়, ছাড় সকল অলীক তন্ত্র।
লাঃ লাইলাহা ইলল্লাহ সাথে আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই।
হঃ হবে পুরণ সববাসনা এই কালেমা ধরলে ভাই।

প্রদর্শক

মুহাম্মাদ মোল্লা মাজেদ, রাজবাড়ী

আমাদের হতে হবে উন্নত ও মহান
দিতে হবে পথ হারার পথের সন্ধান।
দুরিতে হবে পৃথিবীর ভয় ভীতি লাজ
ফেলে দিতে হবে যত মিথ্যে গড়া তাজ।

অন্যায়ের প্রতিবাদে দুরন্ত দূর্বার
উচ্চ কণ্ঠে গাব আজ আল্লাহু আকবার।
দিকে দিকে জ্বেলে দেব জ্ঞানের মশাল
এনে দেব পৃথিবীতে সোনালী সকাল

মোহাবিষ্ট মানব সমাজ

মুহাম্মাদ আশিকুল ইসলাম (আব্দুল্লাহ) (নওমুসলিম), যশোর

এই সমাজের
মানুষ
আজ লজ্জিত
এন-জি-ও দের পদ্ধতিতে
হচ্ছে তারা লাঞ্ছিত
দেখিয়ে তারা
বুকে টেনে নেয়
রং -বে রংগের টাল বাহানায়
মনটা কেড়ে নেয়।
মন মাতানো শ্লোগান দিয়ে
ওদের মত চালায়
এই বাংলা স্বচ্ছ সমাজ ধ্বংস করে দেয়
এই বাংলা মুসলিমেরা
ওদের কথায় চলে
দৃঢ় ঈমান নষ্ট করে
তাদের খপ্পরে পড়ে।
মানব সমাজ কোন পথে আজ
লক্ষ্য করা যাক
এখনে সবাইকে দিচ্ছি আমি
ফিরে আমার ডাক।
আমি এক নও মুসলিম হয়ে
করছি আহবান
সঠিক পথের দিশা দিবেন
আল্লাহ মেহেরবান।

www.ahlehadeethbd.org

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন

মুহাম্মাদ আবুদল অদুদ, কুমিল্লা

আহলেহাদীছ আন্দোলনের আয়োজন ইসলামী বিপ্লবের প্রয়োজনে
হে যুবক, হে তরুণ, বেরিয়ে আয় দৃঢ় মনে, যেতে চাও যদি রণে
আল্লাহর দেয়া এ পৃথিবী কর্ষণে খ্রীষ্টান আর ইহুদী
হিন্দু বৌদ্ধ আর নাছারা,ধর্ম নিরপেক্ষবাদের হোতারা
ছিলি কোথা? দেখ ইতিহাস, কুরআন ভুলে করলি সর্বনাশ,
তাই তো তোমায় ডাকছি ও ভাই
ছুটে এসো আহলেহাদীছ আন্দোলনে।.....
কুরআন ও হাদীছ ছাড়া ইসলাম, মূলহীন বৃক্ষেরই আরেক নাম
আল্লাহর বিধানে সংযোগ,মুসলিমকে দিয়েছে দুর্যোগ।
সত্যের অনুসরণ করতে , কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ধরতে
তাইতো হে ভাই তোমায় ডাকছি
নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলনে।
ইসলাম কোন মতবাদ নয়, ইসলাম একটি পথের নাম
মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর আছে সমাধান।
সরল সঠিক এই পথ, আল্লাহর মনোনীত পথ।
যে পথ ধরে সব নবী রাসূল হলেন গাজী শাহাদৎ।
জান্নাতী চেতনায় দীপ্ত হয়ে, দেব মোরা এই শ্লোগান
ইসলাম কোন মতবাদ নয়, ইসলাম একটি পথের নাম।
মতবাদ ঘেরা এই ধরণী, যেন পাঞ্জেরীহীন এক তরণী
এই তরণীকে চালনা করতে , চায় অহির আলো
অহির আলোকে গড়তে সমাজ, প্রয়োজনে দেব যান প্রাণ।
ইসলাম কোন মতবাদ নয়, ইসলাম একটি পথেরই নাম।

শ্রেষ্ঠ হাকিম

মুহাম্মাদ আমিরুল ইসলাম (মাস্টার), রাজশাহী

জগৎ স্রষ্টামহান তুমি
হে বিশাল হে বিরাট
তব সম কেউ নাহি দু'জাহান
তুমি মহা সম্রাট।
আছে অসংখ্য অগণিত
সৃষ্টি মাখলূকাত
নীল নীলিমায় পৃষ্ঠে ধরায়
গাইছে হামদ নাত্।
পাহাড় পর্বত গিরি নদ-নদী
গহীন সমুদ্র তলে
বন উপ-বন মৃদু সমীরণ
কল্লোল হিল্লোলে।
তোমার মহিমা গুণ কীর্ত্তন।
নির্ঘোষে দিবা যামী
অব্যয় অক্ষয় অনন্ত অসীম
তুমিতো জগৎ স্বামী।
লতা ও গুল্ম পুষ্প রাজিতে
বহিছে সুবাস ঘ্রাণ
সৃষ্টির মাঝে তোমার মহিমা
রবে চীর অম্লান।
দৃশ্য অদৃশ্য প্রাণী জড় ক্লীব
যত স্থির -অস্থির
তুমিই সবার স্রষ্টা হে প্রভূ
বিশাল ধরিত্রীর।
শ্রেষ্ঠ হাকিম খালেক মালেক
সর্বশক্তিমান
জীবন,মৃত্যু,সম্মান ও রুযি
তুমিই করিছ দান
মান সম্মান ইজ্জত আবরু
সকলই তোমার হাতে
যাকে ইচ্ছা দানিবার পারো
যার খুশী কেড়ে নিতে।
যাকে ইচ্ছা ধ্বংস কর
রক্ষাও কর তুমি
সর্বশক্তি ক্ষমতা তোমার
তাইতো এনাম চুমি।

জাগরণ

ফারুক আহম্মদ, দিনাজপুর

নাই কি তোর জিহাদী জোশ
ঈমানী তলোয়ার,
মুসলিম হয়েও ভীরুর মতো
মার খাস্ বার বার।
যুব সংঘের সৈনিক হয়েও
হারিয়ে ফেললি বল,
একটু খানি বাধা এলেই
দেখাস্ নানান ছল।

www.ahlehadeethbd.org

বাতিলেরা আজ জোট বেঁধেছে
কতশক্তি কত বলে,
তবু কি তুই ঘুমিয়ে রইবি
দুনিয়াদারীর ছলে?
ঘুম থেকে তুই উঠরে জেগে
তলোয়ার ধর আজি,
মরলে তুই হবি শহিদ
বাঁচলে হবি গাজি।

বিংশ শতাব্দীর মুসলমান

মোসাম্মাৎ কামরুন নাহার, এম.এ., সাতক্ষীরা

আমরা বিংশ শতাব্দীর মুসলমান
শপথ নিয়েছি থাকবনা বসে সামনে হব আগুয়ান
কুরআন ও হাদীছ নিয়ে করেছি পণ
আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনে বিলিয়ে দেব মোদের জীবন।
নামবো সবাই এক যোগে জিহাদের ময়দানে
আসুক বাধা যতবারে আসুক মোদের সামনে।
নারী পুরুষ রণে দাঁড়িয়েছি আজ অস্ত্র বিহীন হাতে
জয়ী হবো মোরা বলেছেন প্রভু সন্দেহ নাই তাতে।
ঘুমন্ত অবস্থায় থাকব না আর এই ধরা ভূমিতে
অন্যায় অসত্যকে করে চুরমান এগিয়ে যাব সামনেতে।
আমরাই হব শ্রেষ্ঠ জাতি যাবনা পশ্চাতে আর
তাই জিহাদী কণ্ঠে ঘোষণা করি আল্লাহু আকবার।

সংগ্রামী মুসলিম

মুহাম্মাদ মাকছুদ আলী, সাতক্ষীরা

চির সংগ্রামী মুসলিম আমি
আমি নির্ভীক মহাবীর
আল্লাহ্ ছাড়া করি না নত,
সমুন্নত মমশির
নারায়ে তাকবীর - নারায়ে তাকবীর।
শীর্ক বিদ্'আত, করি পদাঘাত,
আমি উম্মাতে মুহাম্মাদী-
ছহীহ্ হাদীছের অনুসারি আমি,
আমি নহি শির্ক-বিদআতী-
হাতে নিশান, বুকে কুরআন,
মুখে জয়গান তাওহীদীর।
নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর।।। ঐ
আমার এ সংগ্রাম, চলিবে অবিরাম,
দূর্গম পথে চির দিন-.
একক ইসলাম করিছে বিভাযন
বহু দল-মাযহাব ও বিদাআতে লীন,
জিজ্ঞাসি তাদের জিহাদী কণ্ঠে,
দলিল কোথায়? বহু দল-মাযহাবীর।। ঐ
মনুষ্য-কল্পিত, যত মতবাদ,
আমি মুসলিম, আমি করি পদাঘাত- ,
নিশ্চয় "আল্-কুরআন." পূর্ণ জীবন বিধান,
তামাম বিশ্ববাসীর-।
নারায়ে তাকবীর -নারায়ে তাকবীর -।। ঐ
আমি সেই দিন, হব ক্ষান্ত-,
যেদিন বিদ্'আত পন্থিদের
দাফন দিব জ্যান্ত –
বক্ষে পদাঘাত করি
ইসলামের চির দুশ্‌মন শির্ক-বিদ্'আতী র-।
নারায়ে তাকবীর -নারায়ে তাকবীর।। ঐ

স্মরণিকা

গুমনাম রাহী

স্মরনিকা! তুমি সাতনব্বইয়ের স্মরণিকা
তোমার বুকে মসি অংকিত কত লিখে।
তুমি কি প্রতি বছরের মত, নতুন প্রেরণায় আগত?
এসেছ মোদের বারতা নিতে?
কবিতা ও গানের কলতানে, ইসলামের উদাত্ত আহবানে
সবার মন রাঙিয়ে দিতে।
তোমারে করেছি জীবন্তিকা!
স্মরণিকা
মোরা তাওহীদি মুসলিম, ধরণীর বুকে যারা মুজরিম।
সত্য দ্বীনের বাধা হয়ে
যারা পথ রুখতে চায় তাদের মোরা কোমল ভাষায়
বলি এসো শান্তিলয়ে
জ্বালাই ইসলামের আলো শিখা
স্মরণিকা !!

www.ahlehadeethbd.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানীর রাহীম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

সু-সংবাদ ! **সু-সংবাদ !!**

প্রিয় মুসলিমবৃন্দ,

আস্‌সালাইমু আলাইকুম,

শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে "আত্-তাহরীক" নামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' - এর মাসিক মুখপত্র। গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন।

- ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব কৃত প্রকাশিত 'ডক্টরেট থিসিস' (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত) আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ।
- 'আর রাহীকুল মাখতুম' (বঙ্গানুবাদ) ১৯৭৮ (ইং) সালে বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার প্রাপ্ত রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর অতুলণীয় জীবনীগ্রন্থ।
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত মিলাদ প্রসঙ্গ, মাসায়েলে কুরবাণী, উদাত্ত আহ্বান, জামা'আতী জিন্দেগী। এতদ্ব্যতীত কুরআন-হাদীছের কেতাবাদি, ধর্মীয় বইপত্রসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের বই পুস্তক- এর জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
বিক্রয় কর্মকর্তা,
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
পোঃ কাজলা, কাজলা গেট (রাঃ বিঃ),
রাজশাহী।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে কুরআন ও হাদীছের সটীকা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ।
- যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দান, দৈনন্দিন মাসায়েল ও ব্যবহারবিধির উপরে "ফীক্‌হুল হাদীছ" নামে খণ্ডাকারে গ্রন্থ প্রকাশ।
- আকীদা ও আমলবিষয়ক বিভিন্ন যরূরী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ।
- ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র ও দারুল ইফতা স্থাপন।
- একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকার প্রকাশনা।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
ঠিকানাঃ নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬০৫২৫

www.ahlehadeethbd.org

নামাজের নিয়ম-পদ্ধতি দেখে নিন
আধুনিক প্রকাশনীর সহীহ্ আল-বুখারী ১ম খন্ড ৭ম সংস্করণে ছাপানো

ক্রমিক নং	হাদীসের বিবরণ ও অনুচ্ছেদ দেওয়া হল নামাযের পদ্ধতি মিলিয়ে দেখুন	হাদীসের নম্বর সমূহ
১.	অযু করার নিয়ম (গর্দান মাসেহ হাদীস নেই, এটা বিদ্'আত)	১৬০, ১৮৬, ১৯৩
২.	তায়াম্মুম করার নিয়ম	৩২৬, ৩২৯, ৩৩০,
৩.	মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে দু'রাকাত নামায পড়ার হুকুম	৪২৫, ১০৮৯, ১০৯২
৪.	নামাযে হাত বাঁধার নিয়ম (অনুচ্ছেদে আছে ডান হাত বাম হাতের ওপর) (১৬ নং টিকার হাদীসগুলো সবই যঈফ ও জাল)	৬৯৬(জেরাহ অর্থ গজ,হাত কব্জি নয়)
৫.	তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা নামায শুরু অন্য কিছু নেই	৭০০
৬.	ইকামতের বাক্যগুলো দুইবারের স্থলে একবার করে	৫৬৮, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২,
৭.	ইমাম, মুক্তাদী সকলকেই সর্বাস্থায় সূরা ফাতেহা পড়তে হবে	৩২৮ পৃঃ অনুচ্ছেদ দেখুন
৮.	সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া কারো নামায হবে না	৭১২
৯.	রুকু ও সেজদায় কোন্ দোয়া পড়বে	৭৫০, ৭৭২
১০.	নামাযে রুকুতে যেতে, রুকু হতে উঠে ও ৩য় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে হাত ওঠান (রফউল ইয়াদাইন করা)	৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫
১১.	জামা'আতে মোক্তাদীগণ পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে (অনুচ্ছেদ ও হাদীস)	৬৮১
১২.	মোক্তাদীগণ জেহেরী নামাযে জোরে আমীন বলবে	৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮,
১৩.	রুকু হতে উঠে কোন্ দোয়া পড়বে	৭৫১, ৭৫২, ৭৫৫
১৪.	১ম ও ৩য় রাকাত শেষে একটু বসে, মাটিতে ভর দিয়ে উঠতে হবে	৭৭৪, ৭৭৭
১৫.	সেজদায় যেতে হাত আগে মাটিতে ঠেকাতে হবে	৭৭৮
১৬.	নামাযে আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় ও শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম	৭৮২
১৭.	আযানের উত্তর ও আযানের দোয়া	৫৭৮, ৫৭৯
১৮.	খুৎবার সময় মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে দাখেলী সুন্নত পড়তে হবে	৮৭৭, ৮৭৮, ১০৯২
১৯.	মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামাযের ফযীলত	১১১১, ১১১২, ১১১৩
২০.	মাগরিবের আযান ও নামাযের মধ্যে সংক্ষেপে দু'রাকাত পড়া	৫৮৮, ৫৮৯, ১১০৮
২১.	নামাযের মধ্যে ভুল হলে সাহু সেজদার নিয়ম	১১৪৪, ১১৪৫
২২.	ফরয নামাযে সালাম ফেরানোর পর জোরে আল্লাহু আকবার বলা	৭৯৩, ৭৯৪
২৩.	বিতর নামায এক রাকাত পড়ার হাদীস	৯৩৪, ৯৩৬
২৪.	বিতরসহ তারাবীর নামায এগার রাকাত	১০৭৬
২৫.	জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া রসূল (স.)- এর সুন্নত	১২৪৭
২৬.	আওয়াল ওয়াক্ত বা ঠিক সময়ে নামায পড়ার ফযীলত	৪৯৬, ৪৯৮, ৪৯৯
২৭.	জুমআর দিনে যিনি সবার আগে মসজিদে আসেন, তাঁর সওয়াব	৮৭৬
২৮.	সফরে নামাযের বর্ণনা	১০৩৩, ১০৩৪
২৯.	জুম'আর দিনের আযান ১টি এটা সুন্নত (তরীকা)	৮৫৯, ৮৬০, ৮৬২,
৩০.	নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করাকে চুরি বলা হয়	৭০৭
৩১.	নামায আদায়কারী গোপনে প্রভুর সাথে কথা বলে	৫০০
৩২.	জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত	৬০৯, ৬১৫
৩৩.	ফজর ও আসরে ফেরেস্তাদের আগমন (জামা'আতে নামায পড়া ২৭গুণ সওয়াব বেশী)	৬১২
৩৪.	মেসওয়াক ব্যবহার নবী (স.)-এর সুন্নত	২২৭, ২৩৮
৩৫.	এশার নামায বিলম্বে পড়া নবী (স.) পছন্দ করতেন	৫৩৮, (অনুচ্ছেদ)
৩৬.	কদরের রাতে ইবাদত করা ঈমানের অংগ	৩৪
৩৭.	আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীন ইসলামের জ্ঞান দেন	৭১
৩৮.	যে ব্যক্তি নবী (স.)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করবে সে গুণাহগার হবে	১০৪
৩৯	সাতটি অঙ্গপ্রতঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে হবে	৭৬৪, ৭৬৭
৪০.	সালাত ফেরার পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসবেন	৭৯৭ ও (অনুচ্ছেদ)

আসুন, আমরা আমাদের অবশ্য পালনীয় সালাতকে আল্লাহর রসূল (স.)-এর নির্দেশ ও আদর্শ অনুসারে পালন করে রসূল (স.)-এর উম্মতের মধ্যে শামিল হই।

স্মরনিকার বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। সংকলিত